হিন্দু সংহতি

# স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.net/www.hindusamhatibangla.com

Vol. No. 6, Issue No. 4, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, March 2017

কাজেই প্রশ্ন দাঁড়ায়, এত হাজার হাজার হারেমবাসিনী রক্ষিতা, এত বেগম এবং অন্যান্য পরস্ত্রীর সঙ্গে যেই শাহজাহান ফূর্তি করতেন, সর্বোপরি নিজের ঔরসজাত একাধিক কন্যার সঙ্গে যেই শাহজাহান শোয়া-বসা করতেন, এমন একজন চূড়ান্ত লম্পট ব্যক্তির পক্ষে কোন একজন বিশেষ বেগমের সঙ্গে রোমান্টিক প্রেম গড়ে ওঠা কি সম্ভব ছিল? কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আরজুমন্দ বানুর কবরের উপর প্রেমের নিদর্শন তাজমহল তৈরি করা বানানো গল্প মাত্র। এর মধ্যে সত্যতার লেশমাত্র নেই। -- ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

## হিন্দু সংহতির নবম বর্ষপূর্তি

# ঐতিহাসিক হিন্দু সমাবেশ

পশ্চিমবঙ্গের বুকে জেহাদী আগ্রাসনের প্রতিবাদে এবার সমগ্র হিন্দু সমাজকে রুখে দাঁড়ানোর ডাক দিল হিন্দু সংহতি। সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি তপন ঘোষ মোদী-দিদি কারোর উপর ভরসা রাখতে হিন্দু সমাজকে নিষেধ করলেন। রাজনীতি দিয়ে হিন্দুর সমস্যার সমাধান হবে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাধারণ হিন্দুর নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। এমতাবস্থায় হিন্দুদেরকে তার নিরাপত্তার দায়ভার নিজ হাতে তুলে নিতে হবে বলে জানান তপন ঘোষ।

১৪ই ফেব্রুয়ারী রাণী রাসমণি রোডে হিন্দু সংহতির নবম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ ঘটে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা থেকে ট্রেনে, বাসে, লরিতে বা ট্রেকারে দলে দলে যুবকেরা সমাবেশে যোগ দিতে আসেন। এমনকি আসাম ও ঝাড়খন্ড থেকেও হিন্দু সংহতির কর্মীরা এবারের সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহিলা কর্মীদের সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মতো। বেলা বারোটার সময় আদিবাসী নৃত্য দিয়ে নবম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী-র সূচনা হলেও ১টার সময় ভারতমাতার ছবিতে মাল্যদান ও পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে সংহতি সভাপতি ও অতিথিবর্গরা মূল সভার কাজ শুরু করেন। সভার প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রাক্তন অফিসার কর্ণেল আর এস এন সিং। আশীর্বাদক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের বীর সন্ন্যাসী স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী, ভোলাগিরি আশ্রমের স্বামী তেজসানন্দজী, স্বামী অম্বিকানন্দজী, পানুন কাশ্মীরের চেয়ারম্যান অজয় শৃঙ্গু এবং সুদূর আমেরিকা থেকে এসেছিলেন প্রসাদ ইয়েলমাঞ্চি এবং নারায়ণ দোসাপতি। এছাড়া সভাতেই ভিডিওর মাধ্যমে পাঞ্জাব পুলিশের প্রাক্তন ডিজি কে পি এস গিল ও মেজর জেনারেল জি ডি বক্সীর রেকর্ড করা বক্তব্য শোনানো হয়।

সভার শুরুতে হিন্দু সংহতির সাধারণ সম্পাদক দেবতনু ভট্টাচার্য বলেন, পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম অত্যাচার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ প্রশাসন দেখেও না দেখার ভান করে আছে। তাই হিন্দুকেই এই সমস্যার সমাধানের পথ করে নিতে হবে। তিনি বলেন শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে হিন্দুদের। মারের বদলা পাল্টা মার দিয়েই নিতে হবে। দেবতনু জেলায় জেলায় হিন্দু সংহতির কর্মীদের জেহাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নিতে বলেন। স্বামী প্রদীপ্তানন্দজীর বক্তব্যের একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল জে এন ইউ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ওঠা দেশবিরোধী স্লোগানের প্রসঙ্গটি। তিনি এই পরগাছা কমিউনিস্টদের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। ইসলাম আর কমিউনিজম্—দুইই ধ্বংসাত্মক শক্তি। এরা কোনদিন গড়তে শেখেনি। তিনি এই দানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক দেন। স্বামী তেজসানন্দজী বলেন, শুধু পূজা-আর্চা আর সাধনা করা সন্ন্যাসীর কাজ নয়। দেশ যখন বিপন্ন, জাতি যখন বিপন্ন তখন সমাজ রক্ষা, ধর্মরক্ষার দায় সন্ন্যাসীদের নিতে হবে। তিনি হিন্দু সংহতি ও তপন ঘোষের কাজকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন।

পানুন কাশ্মীরের চেয়ারম্যান অজয় শৃঙ্গু তাঁর বক্তব্যে কাশ্মীরী হিন্দুদের দুঃখ-দুর্দশার কথা তুলে ধরেন। দীর্ঘ ২৭ বছরে কেন্দ্রে অনেক সরকার এসেছে, গেছে। কিন্তু কেউই কাশ্মীরী হিন্দুদের সমস্যা সমাধানে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। কাশ্মীরের ভূমিপুত্র হিন্দুরা আজও রিফিউজি হয়ে জম্মু ও দিল্লির উপকণ্ঠে বাস করে। আর বহিরাগত মুসলিমরা কাশ্মীরে রাজ করে। পশ্চিমবঙ্গকে কাশ্মীর না হতে দেওয়ার সংকল্প নিয়েছে হিন্দু সংহতি। এজন্য তপন ঘোষকে তিনি সাধুবাদ জানান। প্রধান অতিথি আর এস এন সিং কেন্দ্র ও এ রাজ্যের সংখ্যালঘু তোষণের তীব্র নিন্দা করেন। এই সর্বনাশা তোষণ বন্ধ না হলে আগামীদিনে ভারতের অস্তিত্বই সংকটে পড়বে বলে তিনি জানান। সুদূর আমেরিকা থেকে আগত প্রসাদ ইয়েলমাঞ্চি বলেন, ইসলাম আজ সারা বিশ্বের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী ঐক্য গড়ে তোলার কথা তিনি বলেন। হিন্দু সংহতির কাজকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি সবসময়ে হিন্দু সংহতির পাশে থাকবেন। ভিডিও বার্তাতে জি ডি বক্সী বলেন, দেশের সুরক্ষার জন্য কাজ করছে হিন্দু সংহতি।

সংহতির কর্মী-সমর্থকদের তুমুল করতালি ধ্বনির মধ্যে মঞ্চে উঠে সভাপতি তপন ঘোষ প্রথমেই কতগুলো প্রয়োজনীয় কথা বলে নেন। ধূলাগড়ে আক্রান্তদের এবং সাগরে জেহাদী আক্রমণে নিহত মূক ও বধির মেয়ে মানসীর পরিবারকে সাহায্যের আশ্বাস দেন তিনি। এরপর তিনি সরাসরি রাজ্য প্রশাসন তথা সরকারকে আক্রমণ করেন। ধূলাগড়ে এতবড় সাম্প্রদায়িক আক্রমণ হল অথচ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বললেন, সেখানে কিছুই হয়নি। টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম বরকতি মমতা ব্যানার্জীর ছবি লাগিয়ে জঘন্য ভাষায় নরেন্দ্র মোদীর নামে কুৎসা রটালেন, অথচ রাজ্য সরকার তাকে গ্রেফতার করার মতো সাহস দেখাতে পারলো না। প্রশাসনের এই সংখ্যালঘু তোষণের ফলেই গ্রামবাংলার সাধারণ হিন্দু আজ বিপন্ন। প্রশাসন তাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। তাই হিন্দুকে তার নিরাপত্তা, সুরক্ষার ব্যবস্থা নিজেই করে নিতে হবে। তিনি আরও বলেন, বিষ মদ খেয়ে মরলে রাজ্য সরকার দু লক্ষ টাকা দেয়, হজ করতে গিয়ে মারা গেলে দশ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। আর ধূলাগড়ে জেহাদী আক্রমণে হিন্দুর সর্বস্ব ধ্বংস হয়ে গেলেও ক্ষতিপূরণ মাত্র ৩৫ হাজার টাকা। মুখ্যমন্ত্রী কি হিন্দুদের ভিক্ষা দিচ্ছেন? তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্তমান নগ্ন সংখ্যালঘু তোষণের চিত্রটা তুলে ধরেছেন। এজন্য প্রশাসন তাঁকে গ্রেফতার করলে করুক। কিন্তু তারপর সংহতির ছেলেদের সংযম রক্ষার দায় তিনি নিতে পারবেন না বলে জানান। একই সঙ্গে তিনি নরেন্দ্র মোদীর কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেন। অবিলম্বে ৩৭০ ধারা বাতিল করে কাশ্মীরী হিন্দুদের পুনর্বাসনের দাবি তিনি জানান। মোদীর টুপিতে অনেক পালক সংযোজিত হলেও এ ব্যাপারে যে তিনি ব্যর্থ তা বলতেও তপন ঘোষ ছাড়েননি।

উল্লেখ্য, সভায় আসার পথে বহু জায়গায় হিন্দু সংহতির কর্মীরা আক্রান্ত হয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে। এতে বেশ কয়েকজন সংহতি কর্মী আহত হয়। কয়েকজনের আঘাত গুরুতর। সত্যতা প্রমাণের জন্য তপনবাবু তাদের কয়েকজনকে মঞ্চে তুলে দেখান। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ডাক দিলেও ১৪ই ফেব্রুয়ারীর তাৎপর্যের কথা ভেবে তিনি সংহতি কর্মীদের সংযত থাকার নির্দেশ দেন। পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরি, নন্দীগ্রাম থেকে যে সমস্ত কর্মী গাড়ি করে সভায় আসছিল তাদের সেখানেই আটকে দেওয়া হয়। সংহতি সভাপতির অভিযোগ, শুভেন্দু অধিকারীর হার্মাদ বাহিনীই তাঁদের কর্মীদের সভায় আসতে দেয়নি। সেখানকার সংহতি কর্মীরা প্রতিবাদে টেঙ্গুয়া মোড়ে ৫ ঘণ্টা রাস্তা অবরোধ করে রাখে।

## আমাদের কথা

# সেই সব শিয়ালেরা

হিন্দু সংহতি-র নবম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অসামান্য সাফল্যের পরদিনই রাস্তায় নেমে হিন্দু বিরোধিতা করল যাদবপুরের বামপন্থী ছাত্ররা। হুক্কা হুয়া রব তুলে 'হিন্দু সংহতি মুর্দাবাদ', 'তপন ঘোষ মুর্দাবাদ', বলতে লাগল। হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতির বিরোধিতা, জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা এদের জন্মলগ্ন (১৯২৫) থেকে স্বভাব। পরগাছা এইসব বামপন্থী দেশদ্রোহীরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে লুপ্ত প্রায়। বুকপোড়া প্রদীপের সলতের মতো দু-একটা জায়গায় টিম টিম করে জ্বললেও, অচিরেই তা নিভে যাবে। কারণ মানুষ এদের স্বরূপ বুঝে নিয়েছে। কালিয়াচকে যখন থানা জ্বলল, ধূলাগড়ে জেহাদী আক্রমণে হিন্দুর ঘরবাড়ি পুড়ল, তেহট্ট স্কুলে মা সরস্বতীর পূজা বন্ধ হল—তখন কিন্তু এই বামপন্থীদের রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়নি। অথচ ইকলাখ মরলে এরা অসহিষ্ণু হিন্দুত্ববাদের ধুয়ো তুলে রাস্তায় নামে, পুরস্কার ফেরায়। অসংখ্য হিন্দু মন্দির আক্রান্ত হল, অপবিত্র করা হল— বামপন্থীদের ঠুলি পড়া চোখে তা ধরা পড়ল না। অথচ এরাই ঘটা করে '৬ই ডিসেম্বর' কালাদিবস মানায়। গাজায়, সিরিয়ায় জেহাদী মুসলিম মরলেও এরা দলে দলে ধর্মতলা চলে মোমবাতি জ্বালাতে। ঘরের পাশে বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন এদের চোখে পড়ে না। বামপন্থীদের এই ভণ্ডামি কিন্তু ধরা পড়ে গেছে। দেশের মানুষ আর এদেরকে সহ্য করতে পারছে না। পচন ধরা কমিউনিজমের ভাবধারাকে ঝেঁটিয়ে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে আজ জাতীয়তাবাদী মানুষরা সংকল্পবদ্ধ।

হিন্দু সংহতি কি করেছে? ক্রমবর্ধমান ইসলামিক জেহাদী আক্রমণের হাত থেকে পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচানোর সংকল্প করেছে। লাভ জেহাদের হাত থেকে হিন্দু মেয়েদের, ল্যান্ড জেহাদের হাত থেকে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুর জমি বাঁচাতে উদ্যোগী হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গকে দ্বিতীয় কাশ্মীর হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে সংগ্রামী হয়েছে। সর্বোপরি, হিন্দু সংস্কৃতি, ভাবধারা, পূজাআর্চা, মঠ-মন্দির পশ্চিমবঙ্গের বুক থেকে লুপ্ত হয়ে না যায় তার জন্য আপসহীন সংগ্রামে ব্রতী হয়েছে। আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও বিহারের কিছু অংশ নিয়ে যে গ্রেটার বাংলাদেশ গড়ে তোলার চক্রান্ত চলছে তা বানচাল করে দিতে লড়াইয়ের ময়দানে নেমে পড়েছে। আর এতেই ক্ষেপে উঠেছে যাদবপুরসহ বামপন্থী ছাত্রসংগঠন ও তাদের সমর্থকেরা। দেশ কী, জাতীয়তাবাদ কী—যারা কোনদিন বুঝল না তাদের কণ্ঠে দেশদ্রোহিতার সুরই শোনা যাবে—এতে আশ্চর্যের কী? এটাই তো আবহমানকাল ধরে এরা করে চলেছে। পশ্চিমী সভ্যতা বুঝতে পেরেছে কমিউনিজমের অন্তঃসারশূন্যতা। রাশিয়া লেনিন-স্ট্যালিনসহ মার্কসবাদকে ছুঁড়ে ফেলেছে, পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিতেও আজ কমিউনিজম্ ব্রাত্য। কিউবাও আজ ন্যাটোর সদস্য হতে চায়। চীনে তো শুধু মার্কসবাদের খোলসটুকু আছে। সারা বিশ্বে আজ বস্তাপচা মার্কসবাদকে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু পুড়েও তো সব পোড়ে না। তারই এক কণা রয়ে গেছে ভারতে। ঐতিহ্য মেনে তাই তারা দেশদ্রোহিতায় মেতে উঠেছে। একদিন এদের পূর্বপুরুষরা বলেছিল, 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়', আর আজ এরা বলছে 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদী', 'মণিপুর মাঙ্গে আজাদী'—অর্থাৎ দেশভাঙার চক্রান্তে এরা লিপ্ত। ক্ষুদিরামকে এরা সন্ত্রাসবাদী বলে। ওদের চোখে বুরহান, আফজল গুরুরা হল বিপ্লবী। বিবেকানন্দকে ভবঘুরে সন্ন্যাসী, রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া কবি, নেতাজীকে তোজোর কুকুর বলে এরা গাল পাড়ে—আর পাবলো নেরুদা, নাজিম হিকমত হলেন বিপ্লবের কবি, চে গুয়েভরা হলেন সর্বহারার মহান নায়ক। এরা নাস্তিক সেজে দেবদেবীর অপমান করে, অথচ ইসলাম নিয়ে চুপ থাকে। এইসব বামপন্থীরা সর্বদেশে, সর্বকালে ভয়ঙ্কর। এরা যেখানেই বাসা বেঁধেছে, সেখানেই জীবাণুর মতো ধ্বংস করেছে। অনির্বাণ, কানাইকুমার, উমর খালিদ—যে নামেই ডাকি না কেন এরা সকলে নরকের কীট। এরা চীনের দালালি করবে কিংবা মাওবাদীর, আর নিজের দেশের কীভাবে সর্বনাশ করা যায় তারই চিন্তায় মশগুল থাকবে। এদের আজ চিনে নেওয়ার সময় এসেছে। মুখোশের আড়ালে এদের নগ্ন ইসলাম তোষণের রূপটা সকলের সামনে তুলে ধরতে হবে। শুধু স্যোসাল মিডিয়ায় ঝড় তুললেই হবে না, রাস্তায় নেমে এইসব বামপন্থী দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হতে হবে।

আজ সারা বিশ্বে ইসলাম যতখানি ভয়ঙ্কর, ততখানি ভয়ঙ্কর কমিউনিজম্। এদের উভয়ের চিন্তাভাবনা ধ্বংসাত্মক। এরা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। জেএনইউ বামপন্থী ছাত্রদের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে উঠেছে, যাদবপুর, প্রেসিডেন্সির দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধেও গণ আন্দোলন, গণ সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে শুভ চেতনাসম্পন্ন সমস্ত জাতীয়তাবাদী মানুষকে। শিয়ালের হুক্কা-হুয়া রব চিরকালের মতো বন্ধ করে দিতে হবে। দানবের সাথে শুভশক্তির এই সংগ্রামে শেষে জয় হবে শুভ শক্তির—চিরকাল যা হয়ে এসেছে।

# মুসলিমদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ফরিদপুর গ্রামের হিন্দুরা

কোলাঘাট থানার অন্তর্গত (পূর্ব মেদিনীপুর) ফরিদপুর গ্রাম মুসলিম অধ্যুষিত। বিনা কারণে হিন্দু পাড়ায় এসে নানা অসামাজিক কাজকর্ম ও গণ্ডগোল পাকানো তাদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত ২০ ফেব্রুয়ারী সেখ সিরাজ নামক এক ব্যক্তি হিন্দু পাড়ায় মদ খেয়ে মাতলামো করতে থাকে। সিরাজ প্রায়ই এমন করে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। তার আচরণ মাত্রা ছাড়ালে স্থানীয় বাসিন্দা জয়দেব পোড়ে, অশোক নায়েক, উত্তম মাইতি তাকে বাধা দেয়। উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এরপর সেখ সিরাজ চলে যায়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকজন মুসলমান যুবককে নিয়ে সে ফিরে আসে। এই সময়ে জয়দেবের সঙ্গে তাদের ঝগড়া শুরু হলে জয়দেবের বাবা বেচু পোড়ে তা থামাতে এলে এক মুসলিম যুবক তার মাথায় আঘাত করে। তার মাথা ফেটে রক্ত পড়তে থাকে। তার মাথায় সেলাই দিতে হয়েছে। এই সময় স্থানীয় হিন্দুরা এসে গণ্ডগোল থামায়। যাবার আগে সিরাজ হিন্দুদের দেখে নেবে বলে শাসিয়ে যায়।

পরদিন জয়দেব ও তার বাবা বেচু পোড়ে সিরাজের বিরুদ্ধে থানায় এফ আই আর করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। এই সময় সিভিক পুলিশ সেখ মুরতোজাবেক তাদেরকে এফ আই আর করতে নিষেধ করে। সিরাজের হয়ে সে ক্ষমা চায় এবং ভবিষ্যতে সিরাজ আর এরকম করবে না বলেও প্রতিশ্রুতি দেয়। এলাকাটি মুসলিম অধ্যুষিত হওয়ায় হিন্দুরা ভয়ে শেষ পর্যন্ত আর থানায় কোন অভিযোগ করেনি।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গত দুর্গাপূজার সময়ও সিরাজ হিন্দুপাড়ায় এসে অশালীন আচরণ করেছিল। সিরাজের যা মনোভাব প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা কতখানি বদলানো যাবে তা নিয়ে সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে সন্দেহ আছে।

# জিহাদ

দেবশ্রী চক্রবর্তী

ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হল—কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাত। এরপর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হল জিহাদ। জিহাদকে অস্বীকার করলে মুসলমান থাকা যায় না। কাফের হয়ে যেতে হয়। জিহাদ প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজ। জিহাদ হল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা, জিহাদ ফি আবিল আল্লাহ। জিহাদের কোন বিকল্প নেই, জিহাদ হল ইসলামকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুদ্ধ। তাই জিহাদকে মুসলমানদের কাছে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন আল্লাহ এবং রসুল। জিহাদ হল তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (১) যারা মুসলমানদের বিরোধিতা করবে, (২) যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করে।

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত এ্যান্ড্রু জি. বোস্টন সম্পাদিত গ্রন্থে জিহাদের বিবরণ পাওয়া যায়। জিহাদ হল আল্লাহর পথে সংগ্রাম, অবিশ্বাসীদের প্রতি চরম ঘৃণা এবং তাঁদের ধ্বংস করা। জিহাদের মৃত্যু হলে একজন মুসলমান শহীদের মর্যাদা পান আর বেঁচে থাকলে পান গাজীর খেতাব।

মোহম্মদের সাড়া জীবনের সংগ্রাম ছিল পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে, যাঁদের শেষ পর্যন্ত তিনি উৎখাত করেছেন। শুধু পৌত্তলিক কাফের নয়, মুশরিক, ইহুদি, নাসারাদের তিনি ক্ষমা করেননি। মৃত্যুশয্যায় নির্দেশ দিয়ে গেছিলেন আরব ভূমি থেকে তাঁদের বিতাড়িত করতে। আল্লাহ শেষ নবী মোহম্মদ তার জীবনের শেষ ২০ বছর জিহাদের সহিংস তত্ত্বের আলোকেই বিধর্মীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ইতিহাসে তার প্রতিফলন রয়েছে।

শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামের প্রচার হয়নি। যারা এই দাবি করেন তাঁরা ইতিহাসকে অস্বীকার করেন। ইসলাম প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছে সম্পূর্ণরূপে হিংসার মাধ্যমে। হয় ইসলাম গ্রহণ কর, না হলে মৃত্যুকে বরণ কর, এই ছিল বিজিতদের প্রতি ইসলামের মহান দাওয়াত। ইসলাম বিশ্ববিজয় করলেও সর্বজনীন হয়ে ওঠেনি। চরমভাবে সাম্প্রদায়িক রয়ে গেছে।

নবুয়ত লাভ করে আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে মোহাম্মদই প্রথম পৌত্তলিক আরবদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র এবং সহিংস উপায়ে ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূচনা করে গেছেন। মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পর মদিনায় স্থায়ীভাবে বসবাসকালীন জীবনের শেষ দশ বছর নবী কর্তৃক পরিচালিত ১০০টি ব্যর্থ বা সফল আক্রমণ, লুণ্ঠন বা যুদ্ধে মোহম্মদ নিজেই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

আল্লাহ মুসলমানদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যুদ্ধে তারাই জয়ী হবে এবং তাতেই তাঁদের চিত্ত প্রশস্ত হবে। তবে তখনও তারা ইসলাম গ্রহণ না করেও বাধ্যতামূলক বধযোগ্য ছিল না। পরাজিত বা আত্মসমর্পণ করে তাঁদের ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়। তাঁদের নামকরণ হয় জিম্মি বলে। জিম্মি শব্দের আভিধানিক অর্থ ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম প্রজা। বিশেষ করের বিনিময়ে যাঁদের জীবন ও সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্র বহন করে। সেই বিশেষ কর হল বশ্যতামূলক 'জিজিয়া' কর। অমুসলিমদের জন্য জিজিয়া কর অত্যন্ত অমর্যাদাকর। জিম্মিদের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে জিজিয়া ছিল বাধ্যতামূলক। ইহুদি খ্রিস্টানরা আরবভূমিতে সাময়িকভাবে জিম্মি হয়ে বেঁচে থাকার অধিকার পেলেও আরব পৌত্তলিকদের সেই সুযোগ দেওয়া হয়নি। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর তাঁদের কাছে মাত্র একটি পথ খোলা ছিল, হয় ইসলাম গ্রহণ না হয় মৃত্যু। আল্লাহর সেই ছিল নির্দেশ। জিজিয়া প্রদানের উপর কোরানের ৯।২৯ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এইভাবে—

''তাঁদের নিকট থেকে জিজিয়া নেওয়া হবে অবমাননা ও মর্যাদাহানিকরভাবে। জিম্মিকে সশরীরে হেঁটে আসতে হবে, ঘোড়ায় চড়ে নয়। যখন সে জিজিয়া প্রদান করবে, তখন কর আদায়কারী বসে থাকবে আর সে থাকবে দাঁড়িয়ে। আদায়কারী তার ঘাড় ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলবে, ''জিজিয়া পরিশোধ কর''। এবং জিজিয়া পরিশোধের পর আদায়কারী ঘাড়ের পিছনে একটা চাটি মেরে তাকে তাড়িয়ে দেবে।

পৌত্তলিক আরবদের জন্যে সেই সুযোগ ছিল না। তাঁদের জীবন বাঁচাতে তাই ইসলামকে গ্রহণ করা ছাড়া বিকল্প কোনও পথ ছিল না। যদি তাঁদের তখন সেই সুযোগ দেওয়া হত, তাহলে মক্কা বিজয়ের পর কাবাগৃহ দখল করা সহজ হত না। ইসলামের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হত। কিন্তু কাবাগৃহ দখল এবং সেখানে দেবতাকে উচ্ছেদ করাই তো ছিল মোহম্মদের মূল লক্ষ্য। তাই মক্কা বিজয়ের কাবার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই ছিল ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়।

রসুলের মৃত্যুর পর ইসলামি সাম্রাজ্য আরবভূমির বাইরে সম্প্রসারিত হয়। মোহম্মদের সেনাপতিরা নতুন নতুন দেশে জিহাদের আগুন ছড়িয়ে দেয়। নানাদিকে আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালিত হয় এবং বিধর্মীরা পরাজিত হয়। তখন সেই সব বিজিত দেশের কিতাবধারীদের রেহাই দিয়ে সব পৌত্তলিকদের সংস্কার করা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে ভারতের মতন দেশে তা অসম্ভব ছিল। তখন মুসলিম শাসকরা রাজকোষের আয় বৃদ্ধির জন্য ভারতীয়দের উপর চূড়ান্ত অত্যাচার চালাতে থাকেন এবং জিজিয়া কর চাপিয়ে দেন।

খারাজ বা ভূমিকর আদায়ের ব্যাপারে সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী বিজ্ঞ ইসলামি পণ্ডিত কাজেই মুঘিসুদ্দিনের কাছে উপদেশ চাইলে তিনি বলেন, ''আদায়কারী যদি তার মুখের থুথু দিতে চান, তাহলে সে মুখ হা করবে।''

কে এস লালের রচনায় আওরঙ্গজেব ছাড়াও আরও অনেক মুসলিম শাসকদের কথাও রয়েছে ভারতীয়দের উপর অপমানকর কর চাপিয়ে দেওয়া নিয়ে। শুধু জিজিয়া নয় তাঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল খারাজ। হিন্দুদের অর্থনৈতিক ভাবে শোষণ করে ধ্বংস করার জন্য। জিজিয়া এবং খারাজ ভারতে পৌত্তলিক কাফেরদের জন্যে ইসলামের উপহার, যার যন্ত্রণা মৃত্যুযন্ত্রণার চেয়ে কম ছিল না।

জিহাদে বিজয় লাভের পর বিজিতের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পরিবারসহ সব ধনসম্পদ অধিকার লাভ করত বিজিত মুসলিমরা। হিন্দুদের পুত্রদের খোঁজা করে নপুংসক বানিয়ে দেওয়া হত, তাঁদের কন্যা এবং স্ত্রীদের যৌনদাসী হিসেবে ব্যবহার করা হত এবং এই সব পুরুষত্বহীন ছেলেদের সমকামী মুসলিম শাসকরা ব্যবহার করতেন। কিছু ছেলেদের হারেমের মহিলাদের পাহারা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হত। ভারতবর্ষে যত বার মুসলিম আক্রমণ হয়েছে, তারা যেখানে গেছে লুণ্ঠন আর ধ্বংসলীলা চালিয়েছেন। হাজার হাজার হিন্দুকে ক্রীতদাস বানিয়ে তাঁদের হাঁটা পথে মধ্য এশিয়ার বাজারে পাঠানো হত, পথে কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে তাঁদের উপর চলত অমানুষিক নির্যাতন। দুর্গম হিন্দুকুশ পর্বত পার করতে গিয়ে বহু হিন্দুর মৃত্যু হত, হিন্দুদের লাশ স্তূপ স্তূপ পরে থাকত এই পর্বতে। যারা মধ্য এশিয়ায় পৌঁছাত, তাঁদের শারীরিক অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে যেত যে তাঁদের দাম পাওয়া যেত না। আমার লেখা দীর্ঘ করে লাভ নেই। তাই ইসলামিক জিহাদ সম্পর্কে আলোচনা শেষ করার সময় একটা কথা বলব, ভারতে ইসলাম শাসকরা হিন্দুদের রাজস্ব মকুব করার একটা শর্ত দিয়েছিলেন যে তাঁদের ছেলেদের খোজা করে দিতে হবে, তাহলে হিন্দুদের সংখ্যা আর বৃদ্ধি পাবে না। ইসলাম যখন ভারতে আক্রমণ করেছিল ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি অনেক উন্নত ছিল, তবু কেন এক অসভ্য ধর্মের মানুষের কাছে আমাদের পরাজয় হয়েছিল? তার একমাত্র কারণ হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধ কোনদিন ছিল না। এখনও না। তাই সময় থাকতে ইসলামিক জিহাদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে, না হলে আমাদের নির্মূল হওয়া আসন্ন।

# বাঙালির শক্তি নমঃশূদ্র জাতির সঠিক মূল্যায়ন এখনও হয়নি

তপন ঘোষ

*তৃতীয় পর্ব*

বহু যুগ ধরে শোষিত বঞ্চিত এই নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের জন্য ধর্মের একটি ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুর। তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ এই জাতির মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে সংগঠিত করে তুলে বৃহত্তর সমাজে সম্মানের স্থানে বসাতে অনেক দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছেন ও সবরকম প্রয়াস করেছেন। গুরুচাঁদ জানতেন মিল হয় সমানে সমানে। তাই তাঁর অনগ্রসর পিছিয়ে পড়া জাতিকে উন্নত করে তুলতে না পারলে কোনদিনই তারা তাদের অধিকার ও সম্মান পাবে না এবং শ্রমের মূল্য পাবে না। আর সামাজিক মিল তো হবেই না।

সারা বাংলায় হিন্দু সমাজের উচ্চশ্রেণির বেশিরভাগই যখন ইংরাজ শাসনের অংশীদার হয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করছিল এবং তাদের একটি ছোট অংশ স্বাধীনতা আন্দোলনে পা বাড়িয়েছিল, তখন হরি-গুরুচাঁদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় এই বিশাল নমঃশূদ্র জাতি নিজেদের আত্মবলের সাধনা করছিল। এবং তা ধর্ম ও ধর্মভাবকে কেন্দ্রে রেখে। উঁচু নীচু ভেদযুক্ত হিন্দু সমাজে সামাজিক ঐক্যের একটা পটভূমি তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু ১৯০৫ সালে ব্রিটিশের দ্বারা বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা যেন একটা ঘুমন্ত সাপকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলল। সারা বাংলার হিন্দুসমাজ ব্রিটিশের অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল। নেতৃত্ব দিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতো সামাজিক বিশিষ্টজনেরা এবং একইসঙ্গে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর মতো রাজনৈতিক নেতারাও। রবীন্দ্রনাথের সহজ সরল কবিতা এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করল ঃ বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল এক হোক এক হোক এক হোক হে ভগবান। কিন্তু বাংলার জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক, মুসলিম সমাজ এই আন্দোলনকে আপন করে নিল না। বরং তারা এই আন্দোলনকে মুসলিমের বিরুদ্ধে চক্রান্ত মনে করল। ১৯০৬ সালেই ঢাকায় নবাব সলিমুল্লা খাঁয়ের প্রাসাদে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। ওদিকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি শুরু হয়ে গেছে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলন। এটা থেকেও মুসলমানরা দূরে সরে থাকল। এই দুটি অন্দোলনে হিন্দু ও মুসলমানের দূরত্ব খুবই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল।

তারপর এই দূরত্ব শুধু দূরত্ব হয়ে থাকল না, শীঘ্রই তা বিভেদ ও হানাহানিতে পরিণত হল। সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প সারা বাংলা ও সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। তৎকালীন জাতীয় নেতৃত্ব এই বিষবাষ্পকে রুখতে ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ চুক্তি (লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে) এবং ১৯২৩ সালে বেঙ্গল প্যাক্ট (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে) করলেন। শুরু হয়ে গেল মুসলিম তোষণের পরম্পরা। কিন্তু এতে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি একটুও না কমে আরও বাড়তে থাকল। তার প্রভাব পূর্ববঙ্গে মুসলিমবহুল জেলাগুলিতে আরও বেশি করে পড়ল। বহু জায়গায় ছোট বড় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতে থাকল। নেতৃবর্গ দেখেও না দেখার ভান করতে থাকলেন। এর প্রতিক্রিয়ায় তৈরি হল হিন্দু মহাসভা। ইতিমধ্যে ১৯১৯ সাল থেকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গী হয়ে মুসলমানদেরকে আরও বেশি উদ্ধত করে দিল। পরিণামে ১৯২১ সালে কেরলের মালাবারে ও ১৯২৩ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোহাটে মুসলমানদের দ্বারা হিন্দু গণহত্যা হল। কংগ্রেস নেতৃত্ব অসহায় হয়ে শুধু দেখল। ব্রিটিশ পুলিশ ও সেনাবাহিনী শেষ পর্যন্ত দাঙ্গা রোধ করল। কিন্তু হিন্দু কচুকাটা হওয়ার পর। এই সময়ে পূর্ববঙ্গে ওড়াকান্দির

পি. আর ঠাকুর

যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল

কাছে পদ্মবিলেও প্রচণ্ড হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হল। তখন গুরুচাঁদ ঠাকুর তাঁর নমঃশূদ্র জাতিকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন দাঙ্গাবাজ মুসলমানদের শক্ত হাতে মোকাবিলা করতে এবং সেই দাঙ্গায় মুসলমানরা উচিৎ শিক্ষা পেয়েছিল।

ওদিকে পশ্চিমভারতে তৎকালীন বোম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত রাজ্যগুলিতে দলিত আন্দোলন দানা বেঁধেছে। সেখানে নেতৃত্বে ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর। তিনি নতুন সংগঠন শুরু করেছেন সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন, যা পরে রাজনীতিতে অংশ নিয়েছে। এই দলিতদের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে ১৯৩২ সালে পুনা ইয়ারবেদা জেলে গান্ধীজী আম্বেদকরের সঙ্গে ঐতিহাসিক পুণা চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছেন।

ফিরে আসি বাংলায়। বাংলা তো রাজনীতি সচেতন ও রাজনীতি প্রিয়। কিন্তু প্রধান রাজনীতিক দল জাতীয় কংগ্রেস বাংলার হিন্দুদের মধ্যে অনগ্রসর জাতিগুলির থেকে প্রতিনিধি নিয়ে ঐ জাতিগুলির মানুষদেরকে কাছে টানার কোন চেষ্টাই করছিল না। অথচ সংখ্যায় তারাই তো অনেক বেশি। কিন্তু কংগ্রেসী বাবু নেতৃত্বের কাছে তারা সব সময়ে টেকেন ফর গ্র্যান্টেড। বাংলার পশ্চিমদিকের অনগ্রসর জাতিগুলির মধ্যে এরজন্য কোন হেলদোলও নেই, কোন প্রতিক্রিয়াও নেই। কিন্তু পূর্ববঙ্গের নবজাগ্রত নমঃশূদ্র জাতির বেশ কিছু মানুষ এই অবহেলা মেনে নিতে পারল না। এই পরিস্থিতির মধ্যে উঠে এলেন আর একটি ব্যক্তিত্ব, বরিশালের গৌরনদী থেকে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল। ইনি শিক্ষায় ব্যরিস্টার এবং জাতিতে নমঃশূদ্র। ইনি ডঃ আম্বেদকরের সিডিউল কাস্ট ফেডারেশনে যোগ দিলেন। কিন্তু সমগ্রভাবে নমঃশূদ্র জাতিটা তো রাজনীতি সচেতন নয়। রাজনীতি তারা বোঝেও না। তাদের মন পড়ে থাকে ধর্মে আর ওড়াকান্দি ঠাকুরবাড়িতে। সেই ঠাকুরবাড়ির কেউ রাজনীতিতে আসলেন না। গুরুচাঁদ ঠাকুরের মৃত্যু (১৯৩৭) হয়েছে, উঠে এসেছেন একজন যোগ্য বংশধর, ব্যারিস্টার প্রথমরঞ্জন ঠাকুর, যিনি পি.আর.ঠাকুর নামে বেশি পরিচিত। বাংলার আকাশে তখন ঘটনার ঘনঘটা। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টির উত্থান, তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে কংগ্রেসের অস্বীকার, শ্যামাপ্রসাদের হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যোগ দিয়ে শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা, সেই মন্ত্রীসভা ভেঙে গিয়ে খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের মন্ত্রীসভা, দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ শুরু, সুভাষচন্দ্র বসুকে কংগ্রেস থেকে তাড়িয়ে দেওয়া, সুভাষের দেশত্যাগ, বিয়াল্লিশের ভারত ছাড় আন্দোলন, তেতাল্লিশের মন্বন্তর। এর মাঝখানে আর একটি ঘটনা ঘটে গেল যার সুদূর প্রসারী তাৎপর্য তখন কেউ অনুধাবন করতে পারেনি। ১৯৪০ সালে লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশনে মহম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্বে ভারত ভেঙে মুসলিমদের জন্য পাকিস্তান তৈরি করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। ইংরেজ এই দাবির পিছনে হাওয়া দিতে লাগল। এবং আশ্চর্যের বিষয়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও খুব জোরের সঙ্গে এই পাকিস্তানের দাবিকে সমর্থন করল। দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেস এই দাবিকে প্রথমে গুরুত্বই দিল না, এবং পরে এই দাবির বিরোধিতা করল। অর্থাৎ কংগ্রেস দেশভাগের বিরুদ্ধে অখণ্ড ভারতের পক্ষে রায় দিল। কিন্তু এইসব রাজনৈতিক কচকচির মধ্যে সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারল না যে সত্যি দেশভাগ হতে পারে। দেশভাগ ব্যাপারটা যে কী, দেশভাগের পরিণাম কী, সাধারণ মানুষ তা বুঝবেই বা কিভাবে। মুসলিম লীগ শুধু পাকিস্তানের দাবি করে চুপ করে বসে থাকলো না। তারা সাধারণ মুসলমানকে গরম করতে লাগল। সারা ভারতে দাঙ্গা ছড়াতে থাকল। আর কমিউনিস্টরা আরও এক পা এগিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে বৌদ্ধিক যুক্তি সাপ্লাই দিতে থাকল। কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃত্ব পাকিস্তানের দাবি মানল না। তাদের দুটো যুক্তি। প্রথম, হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক জাতি নয়। তারা উভয়েই ভারতমাতার সন্তান, দুই ভাই। তাই তারা জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্ব মানে না। দ্বিতীয়, মুসলিম লীগ সারা ভারতের অধিকাংশ মুসলমানেরই প্রতিনিধিত্ব করে না। দেশের অধিকাংশ মুসলমান কংগ্রেসের সঙ্গে আছে, তাই মুসলিম লীগের দাবি সব মুসলমানের দাবি নয়।

ইতিমধ্যে ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। যুদ্ধে জিতেও হিটলারের মার খেয়ে ইংলন্ডের খুব খারাপ অবস্থা। যুদ্ধ চলাকালীনই ভারতীয়দের কাছে সাহায্য চেয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে যুদ্ধের পর তারা ভারতকে স্বাধীনতা দেবে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান এক হতে পারছে না, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মত মিলছে না। পাকিস্তান না পেলে মুসলিম লীগ সেই স্বাধীনতাকে গ্রহণ করবে না—এই পরিস্থিতিতে ইংরেজ কী করে স্বাধীনতা দেবে? কার হাতেই বা ভারতের দায়িত্ব দিয়ে যাবে? অর্থাৎ হিন্দু-মুসলিম বিভেদই হল স্বাধীনতার পথে প্রধান বাধা। এইরকম এক পরিস্থিতিতে ১৯৪৬ সালে আবার সারা ভারতে নির্বাচন হল। পরাধীন ভারতে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন। স্বাধীনতা দিতে ইংরেজের আপত্তি নেই অথচ হিন্দু-মুসলমান একমত হতে পারছে না। তাই উক্ত নির্বাচনে প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়ালো দেশভাগ হবে কিনা এবং পাকিস্তান হবে কিনা। নির্বাচনে আর কোন ইস্যু ছিল না।

এবার একটি কথা মনে রাখা খুব দরকার, তখন ছিল পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী বা সেপারেট ইলেকটরেট। হিন্দু ভোটার তালিকা আলাদা, মুসলিম ভোটার তালিকা আলাদা। এই উভয়ই তালিকার ভিত্তিতে আলাদা আলাদা নির্বাচনী কেন্দ্র বা সীট। সব দলই সকল কেন্দ্রেই প্রার্থী দিতে পারে। মুসলিম কেন্দ্রগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম লীগ প্রার্থী দিল। আর কংগ্রেস খুব উৎসাহের সঙ্গে ঐ কেন্দ্রগুলিতে কংগ্রেসী ছাপ মারা মুসলিম প্রার্থী দিল। আর অমুসলিম কেন্দ্রগুলিতে (তখন হিন্দুরা সরকারি খাতায় অমুসলিম বলেই অভিহিত হত) কংগ্রেসের প্রার্থী তো আছেই। সেখানে আরও দুটি ছোট প্লেয়ার ছিল, হিন্দু মহাসভা ও কমিউনিস্ট পার্টি। এছাড়া নমঃশূদ্র অধ্যুষিত জেলাগুলিতে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের গঠিত দল সিডিউলকাস্ট ফেডারেশনের প্রার্থী দেওয়া হল। কংগ্রেসের ধারণা ছিল যে মুসলিম নির্বাচনী কেন্দ্রগুলিতে তাদের প্রার্থীরা জিতবে। কিন্তু নির্বাচনের ফল প্রকাশ হলে দেখা গেল যে অমুসলিম কেন্দ্রগুলিতে বিপুলভাবে জিতেছে কংগ্রেস। অথচ মুসলিম নির্বাচনী কেন্দ্রগুলিতে কংগ্রেসের কোন মুসলিম প্রার্থীই জিততে পারল না। সেই কেন্দ্রগুলিতে একচেটিয়াভাবে মুসলিম লীগের প্রার্থীরা জিতল। দুধ কা দুধ পানি কা পানি হয়ে গেল। প্রমাণিত হল যে ভারতের মুসলমানরা গান্ধী-নেহেরুর কংগ্রেসের সঙ্গে নেই, তারা আছে জিন্নার মুসলিম লীগের সঙ্গে। আরও প্রমাণিত হল যে ভারতের মুসলমানরা পাকিস্তান চায়, আর হিন্দুরা অখণ্ড ভারত চায়। কারণ সেই নির্বচনের একমাত্র ইস্যুই ছিল দেশভাগ।

আর পূর্ববঙ্গে নমঃশূদ্র অধ্যুষিত জেলাগুলিতে যোগেন মন্ডলের সিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের প্রার্থীদের জয় হল।

এরপর জিন্না সঠিকভাবেই দাবি করলেন যে ভারতের মুসলমানরা তাঁর পিছনে আছে এবং তারা পাকিস্তান চায়। কংগ্রেসের পক্ষে এই দাবি অস্বীকার করার আর কোন যুক্তি থাকল না। তখন যুক্তির জোড়াতালি চলতে লাগলো। হিসাব মতো গোটা পাঞ্জাব ও গোটা বাংলা পাকিস্তানে যাবার কথা। শ্যামাপ্রসাদের হস্তক্ষেপে বাংলার পশ্চিমদিকের ষোলোটা জেলা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হল। কিন্তু পূর্ববঙ্গে যে বিশাল সংখ্যায় হিন্দু আছে তাদের কী হবে? তারা যদি তাদের জন্য আলাদা জায়গা চায় তার কী হবে? তাই জিন্না ও বাংলার নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দী যোগেন মন্ডলকে টোপ দিলেন—আপনি পাকিস্তানকে সমর্থন করুন, আমরা আপনাকে বড় মন্ত্রী করব এবং নমঃশূদ্র জাতির নিরাপত্তা রক্ষা করব।

ইতিমধ্যে কমিউনিস্টরা তো বাঙালি হিন্দুর ব্রেনওয়াশ আগে থেকেই করে চলেছে। হিন্দু-মুসলমান কোন আলাদা শ্রেণি নয়, আসল শ্রেণি হল বড়লোক ও গরীব। গরীব হিন্দু ও গরীব মুসলমানরা একই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। তাই দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু জমিদারদের শোষণের অবসান হলে গরীব হিন্দু ও গরীব মুসলমানরা একসঙ্গে মিলেমিশে থাকবে। গরীব হিন্দুদের, নমঃশূদ্রদের নিরাপত্তার কোন অভাব হবে না ইত্যাদি। যোগেন মন্ডল টোপটা খেয়ে গেলেন। তাঁরই ঠাকুমা-দিদিমারা যে শিখিয়েছিলেন, 'তেঁতুল হয় না মিষ্টি, শেখ হয় না ইষ্টি'— একথা ভুলে গেলেন। ১৯৪৬-এর আগস্টে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং এবং অক্টোবরে নোয়াখালির হিন্দু গণহত্যা থেকেও কোন শিক্ষা নিতে পারলেন না। সংস্কৃতে একটা শ্লোক আছে, কামাতুরানাং ন ভয়ং ন লজ্জা। পদলোভে যোগেন মন্ডল বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি যোগ দিলেন জিন্নার সঙ্গে। পাকিস্তানের দাবিকে সমর্থন করলেন এবং তাঁর নমঃশূদ্র জাতির মানুষদেরকে বোঝালেন এখানে তারা ভালো থাকবে। আর বোধহয় লোভও দেখালেন যে, বাবুদের ছেড়ে যাওয়া জমিদারিগুলো থেকে তারা জমির ভাগ পাবে। সরল মনোভাবের নমঃশূদ্র জাতির সাধারণ মানুষ সেই ফাঁদে পা দিল।

*ক্রমশ...*

## সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে ঘিরে সংঘর্ষ চন্ডীপুর গ্রামে

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ঢোলা থানার অন্তর্গত চন্ডীপুর গ্রামে সরস্বতী পুজো উপলক্ষে গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে। এলাকার যুবক সংঘ ছিল অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। বাচ্চাদের নৃত্যনাট্য চলাকালীন রাত ৯টার সময় পার্শ্ববর্তী চুলফুলি গ্রামের মুসলমানরা গ্রীনরুমে ঢুকে মেয়েদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। মেয়েদের চিৎকারে ক্লাবের সদস্য ও দর্শকদের একাংশ ছুটে গ্রীনরুমে আসে। মুসলিম ছেলেরা পালাতে গেলে তাদেরকে ধরে ফেলে ও ব্যাপক মারধোর করে। তখনকার মতো ছেলেগুলি মার খেয়ে চলে যায়।

পরদিন সকালে চন্ডীপুরের ছেলেরা চুনফুলি মোড়ে বাস ধরতে গেলে ঐ অঞ্চলের মুসলমানরা তাদের মারধোর করে। খবর পেয়ে চন্ডীপুরের লোকেরা চুনফুলি মোড়ে আসে এবং মুসলিম যুবকদের মারধোর করে। এমন কি চুনফুলি গ্রামে ঢুকে মুসলিমদের সঙ্গে তারা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। পরে হিন্দুদের একা পেয়ে মুসলিমরা তাদের সোডার বোতল, লাঠি নিয়ে আক্রমণ করে। এতে ৮ জন হিন্দু আহত হয়। এদের কুলপি ও ডায়মন্ডহারবার হসপিটালে ভর্তি করতে হয়েছে। এর প্রতিবাদে হিন্দুরা ৮৯ নং বাসরুটের চুনফুলি মোড় বেলা এগারোটা থেকে বারোটা পর্যন্ত অবরোধ করে। পুলিশ দুষ্কৃতিদের গ্রেফতারের প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

পরে হিন্দুদের পক্ষ থেকে ঢোলা থানায় একটি কেস দায়ের করা হয় (কেস নং-৩৫/১৭, জি.আর.-১০২/১৭)। পুলিশ আজহার জমাদার, আসগর জমাদার (পিতা সারোয়ার জমাদার) দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। পরে মুসলমানের পক্ষ থেকে পাল্টা একটি কেস করা হয়। এতে অরিন্দম মন্ডল, লালটে রায়, স্বপন মন্ডল, জনমেজয় সরদার, শচীন নস্কর, রাজু তাঁতী ও পীযূষ নস্করকে পুলিশ গ্রেফতার করে। চন্ডীপুর গ্রামের জনৈক এক ব্যক্তি বলেন, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে হিন্দুদের গ্রেফতার করা হল।

## শিবপূজায় বাধা মুসলিম দুষ্কৃতিদের

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লকের পতরা গ্রাম। গ্রামবাসীরা সকলে মিলে শিবরাত্রিতে শিবপূজার আয়োজন করেছিল। কিন্তু হিন্দুরা তাদের ধর্মীয় উৎসব পালন করবে আর সেখানে মুসলিমদের বাধা আসবে না, তা কি হয়। সুতরাং শিবরাত্রিরর দিন শিবপূজায় সরাসরি বাধা দিল মুসলিম দুষ্কৃতিরা। হিন্দুদের গ্রামে এসে তারা বলে এখানে কোন পূজা করা যাবে না। বচসার মধ্যে দুষ্কৃতিরা শিবলিঙ্গ লাথি মেরে ফেলে দেয়। এমন কি পূজা করতে আসা মেয়েদেরও মারধোর করে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। উল্লেখ্য, পূজাস্থানের পাশেই একটি কবরস্থান নিয়ে মুসলিমদের সঙ্গে হিন্দু গ্রামবাসীদের বিবাদ চলছে বেশ কিছুদিন ধরে। সেই বিবাদের জেরেই এই পরিণতি বলে স্থানীয়দের ধারণা।

ঘটনা চলাকালীন পুলিশ প্রশাসন আসে। তারা হিন্দুদের শান্তি বজায় রাখতে বলে এবং পূজার স্থান অন্যত্র সরিয়ে নিতে বলে। কিন্তু হিন্দু গ্রামবাসীরা প্রশাসনের এই প্রস্তাব মানতে রাজি হয়নি। প্রতিবাদে তারা এবারের পূজা বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রশাসন থেকে অনেক বুঝিয়েও হিন্দুদের সিদ্ধান্তকে টলাতে পারেনি। অবশেষে হিন্দুদের জেদের কাছে নতিস্বীকার করে প্রশাসন। ঐ একই জায়গায় শিবপূজার অনুমতি দেয়। হিন্দু গ্রামবাসীরা সেখানেই ভালোভাবে শিবপূজা করেছে বলে স্থানীয় সূত্রের খবর।

## প্রতিবাদ করে হিন্দু সংহতি কর্মী গ্রেফতার গোয়ালতোড়ে

বনের গাছ কেটে বিক্রি করে দেন। এতদিন ধরে এই অসাধু কাজ করে চলছিল এলাকার প্রভাবশালী সাধন লোহার (এলাকার টিএমসি নেতার সহচর বলে পরিচিত)। তারই প্রতিবাদ করেছিল সাধারণ মানুষ ও এলাকার হিন্দু সংহতি কর্মীরা। তাতেই গ্রেফতার করা হল শ্যাম লোহা নামক হিন্দু সংহতি কর্মীকে।

গত ২৩ ফেব্রুয়ারী পশ্চিম মেদিনীপুর গোয়ালতোর থানার সাধন লোহাকে এলাকাবাসীরা ঘিরে ধরে। অভিযোগ, জঙ্গলের গাছ কেটে সে বিক্রি করছে, অথচ কাউকে সে হিসাব দিচ্ছে না। এলাকায় টিএমসি নেতার পরিচিত বলে কেউ তেমন প্রতিবাদ করতে সাহস করেনি। কিন্তু সাধন লোহার কাজকর্ম সহ্যের সীমা ছাড়ালে এলাকার সাধারণ মানুষ তার কাছে এর জবাব চায়। বিশেষ করে এলাকার মহিলারা প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল। কথা কাটাকাটি থেকে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। জনসাধারণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রতিবাদী ছিল হিন্দু সংহতি কর্মী শ্যাম লোহা। এলাকার মহিলারাও প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসে। এই সময় সাধন লোহা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে গাছের গুঁড়িতে হোঁচট খেয়ে পড়ে যান। এতে তাঁর মাথা ফেটে যায়। সাধনবাবু ও তাঁর স্ত্রী পরে থানায় অভিযোগ জানালে সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ শ্যাম লোহাকে গ্রেফতার করেছে। তার বিরুদ্ধে সাধনবাবুর স্ত্রী শ্লীলতাহানির (৩৫৪বি/৩২৬) অভিযোগ করে। আরও ৮ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। মিথ্যা অভিযোগে শ্যাম লোহাকে গ্রেফতার করলেও গাছ কাটার মতো এতবড় অপরাধ করেও সাধন লোহার বিরুদ্ধে পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। গ্রামবাসীদের মধ্যে পুলিশের এই আচরণে চাপা ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

## লাভ জেহাদের শিকার হিন্দু কিশোরী

আবার লাভ জেহাদের শিকার হিন্দু কিশোরী। এবার ঘটনাস্থল মালদা। গত ১৬ ফেব্রুয়ারী চাঁচল থানার মনোহরপুর (চন্ডীগাছী) গ্রামের ভুবনেশ্বরী দাশ (১৬, বাবা-অজয় কুমার দাশ) প্রাইভেট টিউশন পড়ার জন্য সকালবেলা বাড়ি থেকে বের হয়। অভিযোগ, চাঁচল থানার অন্তর্গত দাড়কিনারা গ্রামের গুলজার আলি (বাবা-আজিজুল রহমান) ভুবনেশ্বরীকে অপহরণ করে। মেয়েটি তার মোবাইল থেকে বাড়ির সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে। কিন্তু পরে সেই মোবাইল নম্বরটি বন্ধ হয়ে যায়।

ভুবনেশ্বরীর বাবা অজয়বাবু অপহরণের অভিযোগ জানাতে চাঁচল থানায় গেলে আইসি তাহিদ আনোয়ার তাকে বিভিন্নভাবে অপদস্থ করে এবং বেশি বাড়াবাড়ি করলে তাকেই জেলে ঢুকিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়। তারপর অজয়বাবুর অভিযোগটির বয়ান তিন চার জায়গায় পরিবর্তন করিয়ে একটি মামুলি জিডি (জিডি নং ১০৫/১৭) করে দায় ঝেড়ে ফেলে চাঁচল থানা। প্রসঙ্গত, চরম হিন্দু বিদ্বেষী এই তাহিদ আনোয়ার গত অক্টোবর মাসে কলীগ্রামে হিন্দুদের উপর জেহাদি আক্রমণের সময় পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিল।

ঘটনার পর দুই সপ্তাহ কেটে গেলেও পুলিশের পক্ষ থেকে নাবালিকাকে এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অসহায় অজয়বাবু শেষ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ হিন্দু সংহতির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। নাতনিকে হারানোর শোক সহ্য করতে না পেরে অজয়বাবুর মা, ভুবনেশ্বরীর ঠাকুমা আরতি দাশ ২রা মার্চ পরলোকগমন করেন।

## ১৪ই ফেব্রুয়ারী হিন্দু সংহতির সভায় আসার পথে আক্রান্ত কর্মীরা

১৪ই ফেব্রুয়ারী হিন্দু সংহতির নবম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে জায়গায় জায়গায় আক্রান্ত হল হিন্দু সংহতির কর্মীরা। দক্ষিণ ২৪ পরগণার দক্ষিণ বারাসাত থেকে গাড়িতে আসছিল কর্মীরা। বারুইপুরে ইস্টার্ণ বাইপাসের ধারে মালঞ্চ বাজারের কাছে গাড়ি এলে এলাকার মুসলমানরা অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করতে থাকে সংহতি কর্মীদের। সংহতি কর্মীরা রুখে দাঁড়ালে মুহূর্তে আশপাশ থেকে হাজার খানেক মুসলিম লাঠি, রড, ইট-পাথর নিয়ে তাদের আক্রমণ করে। মূলতঃ তিনটি গাড়িতেই তারা আক্রমণ চালায়। প্রায় ২০-২২ জন সংহতি কর্মী জেহাদী আক্রমণে আহত হয়। এদের মধ্যে ১২ জনের আঘাত অত্যন্ত গুরুতর। তাদের বারুইপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দু'জনকে কলকাতার বাঙুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কারো হাত ভাঙে, কারো মাথায় গুরুতর আঘাত ছিল। সুকুমার মন্ডলের অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল। এখনও পর্যন্ত সে হাসপাতালে ভর্তি আছে। শুধু কর্মীদেরই আক্রমণ করা হয়নি, গোটা ছয়েক পিক আপ ভ্যানে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় মুসলমানরা। খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী আসে ঘটনাস্থলে। তাদের সামনেই মারধোর করা হয়েছে বলে সংহতি কর্মীদের অভিযোগ। পরে বারুইপুরের এস ডিপিও অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সৈকত ঘোষ প্রমুখ ঘটনাস্থলে আসেন। সোনারপুর থানায় বৈঠক করেন পুলিশ সুপার সুশীল চৌধুরীও।

কাকদ্বীপে ভূতোমোল্লার পোলের কাছে ১১৭নং জাতীয় সড়কে দুটি ম্যাটাডোর থামিয়ে সংহতি কর্মীদের মারধোর করা হয়। প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় হিন্দু সংহতির কর্মীরা। স্থানীয় মুসলিমরা পাল্টা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলে পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে ওঠে। পুলিশ ও র‍্যাফ নেমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দু'জন সংহতি কর্মীকে পুলিশ থানায় নিয়ে গেলেও রাতে তাদের ছেড়ে দেয়। এছাড়াও সোনারপুর, ক্যানিং, জয়নগর, কুলতলি, মথুরাপুর থেকে গাড়িতে আসা হিন্দু সংহতি কর্মীরা আক্রান্ত হয় বলে সূত্র মারফত জানা গেছে।

পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরী ও নন্দীগ্রাম থেকে গাড়ি করে হিন্দু সংহতির কর্মীরা সভায় আসছিল। কিন্তু অঞ্চলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা শুভেন্দু অধিকারীর হার্মাদরা রাস্তায় তাদের আটকায়। এমনকি কোন গাড়িকেই তারা কোলকাতায় আসতে দেয়নি বলে নন্দীগ্রামের কর্মী গোপাল দেবনাথ জানায়।

### ২০০ ছাত্রের উপর যৌন নির্যাতন

## গ্রেফতার স্কুলের ইংরাজী শিক্ষক

কিশোর ছাত্রদের উপর যৌন নির্যাতন চালানোর অভিযোগে রাজস্থানের একটি বেসরকারি স্কুলের ইংরাজীর শিক্ষক বছর সাতাশের রামিজকে গ্রেফতার করল পুলিশ। সম্প্রতি, রামিজের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করে তাঁর দুই ছাত্র। তার পরেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। বর্তমানে তিনি পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। ১৩ই ফেব্রুয়ারী তাকে আদালতে পেশ করা হবে। পুলিশ জানিয়েছে, ছাত্রদের 'ধর্ষণ' করার সেই ভিডিও অন্য ছাত্রদের সাহয্যে মোবাইলে তুলতেন রামিজ। পুলিশের আশঙ্কা, গত ১০ বছরে প্রায় ২০০ জন ছাত্র তাঁর বিকৃত যৌন-লালসার শিকার হয়েছে। আপাতত পুলিশ ১১জন নির্যাতিত ছাত্রকে চিহ্নিত করতে পেরেছে। তাদের প্রত্যেকেরই বয়স ১২ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে। এ ধরনের ৭৬টি ভিডিও ক্লিপ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

ছাত্রেরা পুলিশের কাছে অভিযোগে জানিয়েছে, টিউশনের জন্য ওই শিক্ষক স্কুলেই ছাত্রদের উপর চাপ সৃষ্টি করতেন। তাঁর কাছে পড়তে গেলে, পরীক্ষায় ফেল করানোর হুমকি দিয়ে পড়ানোর ফাঁকে অন্য ঘরে ছাত্রদের নিয়ে গিয়ে তাদের উপর যৌন নির্যাতন চালাতেন ওই শিক্ষক। পাশাপাশি, অন্য ছাত্রদের ভয় দেখিয়ে সেই 'জঘন্য' কাজের ভিডিও মোবাইলে ক্যামেরাবন্দি করতে বাধ্য করতেন। এমনই একটি ভিডিও ক্লিপ একটি ক্লোজড গ্রুপে শেয়ার করেছিলেন রামিজ। আর তা পৌঁছে যায় তাঁরই এক ছাত্রের বাবার কাছে। এরপর ওই ছাত্রের বাবা ছেলের কাছ থেকে সবকিছু জানতে পারেন। বিষয়টি তখনই সামনে আসে। তাঁর এই যৌন-বিকৃতির কথা প্রকাশ্যে আসতেই তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ।

## দুর্গা মন্দিরের পাশে অবৈধ নির্মাণ রুখলো হিন্দুরা

ময়না থানার প্রজাবার গ্রামে দুর্গা মন্দিরের পাশে মুসলমানরা জোর করে নির্মাণ করছিল। স্থানীয় হিন্দুরা তাতে বাধা দিলে উভয় সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে বচসা শুরু হয়। পুলিশ এসে সমস্ত বিষয়টি দেখে উভয়পক্ষকে চলে যেতে বলে এবং তদন্ত করে নির্মাণ বৈধ কিনা তা দেখবে বলে জানায়। শেষ খবর অনুযায়ী থানা থেকে এই নির্মাণ অবৈধ বলে ঘোষণা করে। নির্মাণ কাজ এখন বন্ধ আছে বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে।

# বাগুইআটিতে প্রোমোটার রাজ ঃ স্কুল ভেঙে দিল দুষ্কৃতিরা

বাগুইআটি থানার অন্তর্গত চিনার পার্কের কাছে লীলাদেবী মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট নামে একটি বেসরকারি স্কুল ভেঙে দিল প্রমোটাররা। ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে এসে দেখে তাদের ক্লাসরুম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এর প্রতিবাদে রাজারহাট রোড অবরোধ করে ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা।

ঘটনার সূত্রপাত তিনবছর আগে স্কুলের জমিটি স্থানীয় প্রমোটার মিজানুর রহমান কিনেছিলেন। তখন থেকেই স্কুল কর্তৃপক্ষকে বাড়িটি ছেড়ে দিতে চাপ দিতে থাকে প্রমোটার মিজানুর। কিন্তু স্কুল টিকে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয়নি বলে, সেইখানেই স্কুল চালাচ্ছিল কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ, শনিবার ১৮ ফেব্রুয়ারী মিজানুর তার গুণ্ডাবাহিনী নিয়ে এসে স্কুলে ছাদ ভেঙে দেয়। কোন নোটিশ ছাড়াই এভাবে স্কুল ভেঙে দেওয়াতে হতবাক হয়ে যায় শিক্ষক-শিক্ষিকারা। অভিভাবকরাও বাচ্চাদের স্কুলে নিয়ে এসে স্কুলের ভগ্নদশা দেখে হতবাক হয়। ছাত্রছাত্রীরা কান্নায় ভেঙে পড়ে। শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীরার সকলে মিলে রাজারহাট রোড অবরোধ করে। বাগুইআটি থানা অবরোধ তুলতে এলে সকলে মিলে পুলিশের কাছে অভিযোগ করায় প্রোমোটার মিজানুর রহমানকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। স্থানীয় কাউন্সিলরকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এ ব্যাপারে কিছু জানেন না বলে দাবি করেছেন।

# যুবতীকে অশ্লীল কটূক্তি ঃ আক্রান্ত প্রতিবাদী যুবক, নামল র‍্যাফ

হিন্দু পাড়ায় ঢুকে এক হিন্দু যুবতীকে অশ্লীল কটূক্তি করাকে কেন্দ্র করে রক্ষক্ষেত্রের চেহারা নিল হাওড়া জেলার বাউরিয়ার পার্শ্ববর্তী উলুবেড়িয়া থানার অন্তর্গত চেঙ্গাইল আয়মাপাড়া অঞ্চল।

সূত্রে প্রকাশ, গত ২৮ ফেব্রুয়ারী চেঙ্গাইল আয়মাপাড়া জলট্যাঙ্কির কাছে এক হিন্দু কিশোরীকে প্রকাশ্য রাস্তায় কিছু মুসলিম যুবককে উত্যক্ত করতে দেখে এলাকার হিন্দুরা প্রতিবাদ করে। উভয়পক্ষ বচসায় জড়িয়ে পড়ে। তখনকার মতো বহিরাগত মুসলিম যুবকরা চলে যায়। কিন্তু কিছুক্ষণ পর চেঙ্গাইল মাদ্রাসা অঞ্চল থেকে শয়ে শয়ে মুসলিম ফিরে এসে স্থানীয় হিন্দুদের উপর চড়াও হয়। তারা বেশ কিছু হিন্দুর বাড়িতে ভাঙচুর চালায়। তাদের আক্রমণে বেশ কয়েকজন হিন্দু আহত হয়। কয়েকজনের মাথা ফাটে। মহিলাদের শ্লীলতাহানি হয়েছে বলেও স্থানীয় সূত্রের অভিযোগ।

প্রাথমিক আঘাত সামলে হিন্দুরাও কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তাদের প্রতিবাদে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে বাধ্য হয় আক্রমণকারীরা। উত্তেজনা চরমে পৌঁছালে উলুবেড়িয়া থেকে এক বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ এলাকায় নামানো হয়। হিন্দুদের অভিযোগের ভিত্তিতে এক মুসলিম দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী এলাকার বেশ কিছু সংখ্যালঘু নেতা স্থানীয় হিন্দুদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইছে বলে এলাকার সাধারণ হিন্দুর অভিযোগ।

# বেলডাঙায় পুলিশকে মারধোর করল মাদ্রাসার পড়ুয়ারা

পাশের স্কুলকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা হয়েছে, মাদ্রাসাকে কেন করা হল না? এই দাবিতেই বিক্ষোভ সামলাতে গিয়ে মার খেল পুলিশ। ঘটনাটি বেলেডাঙার কাজিশা হাইমাদ্রাসার।

পুলিশের জিপে ভাঙচুর করা হয়। এমনকি মাদ্রাসার শিক্ষকদের একটি ঘরে আটকে রেখেও চলে ভাঙচুর। গোটা ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রীয়তার অভিযোগ তুলেছেন প্রধান শিক্ষক।

জানা গিয়েছে, মাদ্রাসাটিকে ২০০৯ সালে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা হয়েছিল। কয়েকদিন আগে কাজিশা মাদ্রাসা ও পাশের নওপুকুরিয়া স্কুলে পর্যবেক্ষণ করা হয়। কিন্তু নওপুকুরিয়া স্কুলটিকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা হয়। কিন্তু মাদ্রাসাকে করা হয়নি। মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক পারভেজ আলমের অভিযোগ, 'বেলডাঙা পুলিশ পরিস্থিতি সামলাতে ব্যর্থ। পুলিশ মারের হাত থেকে বাঁচতে অমাকে হাজির করিয়ে দেয় ছাত্রদের সামনে। অভিভাবক ও অন্য ছাত্রদের জন্য বেঁচে গিয়েছি।'

এক অভিযুক্ত ছাত্রের দাবি, এলাকায় উচ্চমাধ্যমিক মাদ্রাসা নেই। তাই তারা বিক্ষোভ দেখিয়েছে।

# অর্থ পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার জাকির নায়েকের সহযোগী

অর্থ পাচারের অভিযোগে বিতর্কিত ধর্মপ্রচারক জাকির নায়েকের ঘনিষ্ঠ সহযোগী আমির গাজদারকে গ্রেফতার করল ইনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তাঁকে ১৬ই ফেব্রুয়ারী (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ গ্রেফতার করা হয়েছে। পরেরদিন তাকে আদালতে পেশ করা হয়।

ইডি সূত্রে খবর, জাকির ও তাঁর সংগঠন ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের হয়ে আমির ২০০ কোটিরও বেশি অর্থ পাচার করেছেন। জাকিরের চ্যানেলের কাজকর্মও পরিচালনা করতেন আমির। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছিল। কিন্তু তদন্তে সহযোগিতা না করাতেই গ্রেফতার করা হয়েছে।

গত ডিসেম্বর মাসে জাকির ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। জাকির বিদেশে থাকায় তাঁকে এখনও গ্রেফতার বা জেরা করা সম্ভব হয়নি। তবে জাকিরের সংগঠনের অবৈধ তহবিলের বিষয়ে তদন্ত চলছে। অর্থপাচার রোধের লক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চলিয়েছে এনআইএ ও মুম্বই পুলিশ। সেই তদন্তের সূত্রেই আমিরকে গ্রেফতার করা হল।

# নির্মীয়মাণ হনুমান মন্দির ভেঙে দিল তৃণমূল নেতা

কয়েকদিন আগে জিটি রোডের উপর একটি হনুমান টাটা সুমোর ধাক্কায় মারা যায়। এই ঘটনায় ওই এলাকার মানুষজন সেই হনুমানটিকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে জিটি রোডের পাশে একটি জায়গায় মাটি চাপা দেয়। সেইখানেই একটি বজরংবলীর মন্দির নির্মাণ করছিল স্থানীয় মানুষজন। অভিযোগ, নির্মীয়মাণ বজরংবলী মন্দিরটি লাথি মেরে ভেঙে দেয় এক তৃণমূল নেতা। ২১শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে চুঁচুড়া থানার নলডাঙা জিটি রোডের পাশে। তৃণমূলের ঐ নেতার নাম তুষারকান্তি সমাদ্দার। তিনি কোদালিয়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান।

সূত্রের খবর, হনুমানের সমাধির উপর মন্দির নির্মাণ করে সেখানে মোবাতি, ধূপ জ্বালিয়ে পূজার্চনা করছিল এলাকাবাসী। খবর পেয়ে তুষারবাবু সেকানে গিয়ে পূজার্চনা বন্ধ করতে বলেন। কিন্তু মানুষজন তাঁর কথার আমল না দিলে তিনি লাথি মেরে ওই মন্দিরের একাংশ ভেঙে দেন বলে অভিযোগ। একই সঙ্গে তিনি ওই মন্দিরের বেদিতে দাঁড়িয়ে বলেন, এতই যদি পুজো করার ইচ্ছা থাকে, তবে আমিই ভগবান। আমাকেই তোরা পূজা কর।' তাঁর এমন আচরণে এলাকার মানুষজন হতবাক হয়ে যান। তুষারবাবুর আচরণ ও কথাবার্তায় এলাকাবাসী প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। তারা এর প্রতিবাদ করেন।

# কোলাঘাটে আক্রান্ত হিন্দু পরিবার

কোলাঘাট থানার অন্তর্গত বড়িশা গ্রামের ময়ড়াডাঙ্গার বাসিন্দা মিঠুন দাস। তার বাড়ি মুসলমান পাড়া সংলগ্ন। ফলে প্রায়ই তাদের মুসলমানদের অত্যাচারের মুখে পড়তে হয়। গত ৭ মার্চ সকালে ঘুম থেকে উঠে মিঠুনের মা দেখেন পাশের মুসলমানদের বাড়ির মুরগীর বাচ্চা তাদের উঠোনে চড়ছে। তখন মিঠুনের মা সেখ আনোয়ারকে তাদের মুরগীর বাচ্চাগুলো নিয়ে যেতে বলে। সেখ আনোয়ার তখন মিঠুনের মাকে বলে, মুরগী তাদের উঠোনে ঢুকেছে বেশ করেছে, কি করার আছে করবি। মিঠুনের মা আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বললে ক্ষিপ্ত সেখ আনোয়ার, তার ছেলে মুস্তাকিন, ভাগিনা জাবেদ মোল্লা ও আনোয়ারের স্ত্রী তাকে মারধোর করে। আনোয়ারের স্ত্রী কামড়ে তার ডান হাতের মাংস খুবলে নিয়েছে বলে অভিযোগ। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকলে মিঠুন, তার দাদা ও ভাই মা'কে বাঁচাতে আসে। এই সময়ে মুসলমান পাড়া থেকে প্রায় ৩০ জন এসে তাদের মারধোর করে বলে মিঠুন জানিয়েছে। আঘাতে মিঠুনের মাথা ফাটে, তার মা ও পরিবারকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঘটনাস্থলে পুলিশ এলে মুসলমানদের পক্ষ থেকে জানানো হয় মুসলমান পাড়ায় একটি হিন্দু পরিবার থাকায় তাদের অসুবিধা হচ্ছে। সকাল-সন্ধ্যা শাঁখের আওয়াজ ধূনোর গন্ধে তাদের অসুবিধা হয়। পুলিশ হিন্দু পরিবারের উপর এতবড় আক্রমণের বিষয়টি চেপে যাওয়ার চেষ্টা করে। এমনকি মিঠুনের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় করা অভিযোগ (এফ আই আর) পুলিশ গ্রহণ করেনি। এলাকায় হিন্দু মুসলমান উভয়ের মধ্যে চাপা উত্তেজনা রয়েছে।

# লক্ষ্মণপুর পঞ্চানন হাইস্কুলে নবী দিবস ঘিরে উত্তেজনা ছড়ালো

স্কুলে নবী দিবসকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালো হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়ায়। স্কুলে ঢুকে হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে পুলিশ দুর্ব্যবহার করেছে বলে স্থানীয় অভিযোগ। কিন্তু প্রধান শিক্ষকের অনুমতি ছাড়া পুলিশ স্কুলে ঢুকল কি করে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

সূত্রের খবর, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার জাঙ্গিপাড়ার লক্ষ্মণপুর পঞ্চানন উচ্চ বিদ্যালয়ে নবী দিবস পালন করার জন্য ক্লাসে ক্লাসে নোটিস পাঠানো হয়। ছাত্রছাত্রীদের বলা হয় ঐদিন যেন সবাই স্কুলে উপস্থিত থেকে গজল ও কাওয়ালি গেয়ে নবী দিবস পালন করে। এমনকি বাচ্চা বাচ্চা ছাত্রছাত্রীদের নবীর গান পর্যন্ত শেখানো হয়। খবরটি হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের মুখে অভিভাবকরা শোনার পর উক্ত দিন তারা স্কুলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। স্থানীয় মানুষও এই বিক্ষোভে সামিল হয়। সকাল থেকেই স্কুলে চণ্ডিতলা ও জাঙ্গিপাড়া উভয় থানার প্রচুর পুলিশ মোতায়েন ছিল। হিন্দু ছাত্রছাত্রীরা নবী দিবসের বিরোধিতা করলে ও তাতে অংশগ্রহণ না করলে পুলিশ তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। তাদের মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে জোরপূর্বক ক্লাসরুমে আটকে রাখা হয়। এরপর পুলিশ দাঁড়িয়ে থেকে স্কুলে নবীদিবস পালন করায়। যদিও স্থানীয় সূত্রের খবর অল্প সময়ের মধ্যেই নবীদিবসের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়ে যায়। নবীদিবস পালনে বিশেষ ভূমিকা নেয় স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক আরিফ মাস্টার। তিনি স্কুলে আসার পর থেকেই লক্ষ্মণপুর পঞ্চানন হাইস্কুলে নবীদিবস পালন হতে শুরু করে। প্রসঙ্গত নবীদিবস চলাকালীন পার্শ্ববর্তী মাঠ ও শ্মশানযাত্রীরা 'জয় শ্রীরাম', 'ভারতমাতা কী জয়' ধ্বনি দিতে থাকে। এই নিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমুল বচসা হয়। যদিও প্রচুর পুলিশ থাকায় তা বড় আকার ধারণ করতে পারেনি।

ঐদিন কয়েকটি হিন্দু ছাত্র তিলক কেটে স্কুলে এলে একটি মুসলমান ছাত্র তাদেরকে কটাক্ষ ও কটূক্তি করে। পরদিন সাগর ঘোষ, প্রীতম চক্রবর্তী ও শুভ বরালি ছেলেটিকে রাস্তায় মারধোর করে। ছেলেটি মারধোরের ঘটনা জানালে মসজিদ থেকে মাইকে ঘোষণা করে মুহূর্তে ৫০০ মুসলমান জড়ো করা হয়। তারা স্কুলে এসে প্রধানশিক্ষক মৃণালকান্তি ধাড়াকে চাপ দিতে থাকে ঐ তিনছাত্রকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। মুসলমানদের চাপে পুলিশ এলেও ঐ তিন ছাত্র আগেই পালিয়ে যায়।

এই ঘটনার এক সপ্তাহ আগে ভারতমাতার পূজাকে কেন্দ্র করে প্রায় ২ হাজার লোকের সমাবেশ হয়েছিল। তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিল সাগর এবং প্রীতম। এই থেকেই তারা মুসলিম সমাজের বিষ নজরে পড়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের চাপে জাঙ্গিপাড়া থানা তাদের বিরুদ্ধে একটি কেস দায়ের করেছে (৩৪১, ৩২৩, ২৯৫এ, ৫০৩, ৩৪ আই পি সি)। যদিও সাগরদের এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।

# নাশকতার ছক বানচাল ঃ উরিতে আটক অস্ত্র-বিস্ফোরক

সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পর থেকে লাগাতার জঙ্গি হামলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান। কখনও জঙ্গি ঢুকিয়ে আত্মঘাতী হামলা চালানো, কখনও বা বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়ে নাশকতা চালালো। সম্প্রতি কাশ্মীর উপত্যকায় আবার বড়সড় নাশকতা ও জঙ্গি হামলার ছক কষেছিল তারা। কিন্তু সতর্ক নিরাপত্তা বাহিনী তা বানচাল করে দেয়। পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে আসা একটি ট্রাকে করে আনা হচ্ছিল বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি-বারুদ এবং বিস্ফোরক। উরি সীমান্তে ওই ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয় ওই বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক। নিরাপত্তারক্ষীদের তৎপরতায় বিরাট নাশকতার হাত থেকে রক্ষা পেল দেশ।

# উত্তরপ্রদেশে মোদী ঝড়, মোদী জয়, মোদীময় ভারত

দেশে পাঁচ রাজ্যে নির্বাচন হয়ে গেল। ফল প্রকাশের পর সমস্ত আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে শুধুই উত্তরপ্রদেশ। এমনিতেই উত্তরপ্রদেশ দেশের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যাযুক্ত রাজ্য- ৮০টা লোকসভা সীট ও ৪০৩ টি বিধানসভা সীটসহ। সুতরাং ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণে এই রাজ্যের ভূমিকা অনেকটাই।

২০১৪-এর লোকসভা নির্বাচনের মতো ২০১৭-র এই বিধানসভা নির্বাচনেও সমস্ত রাজনৈতিক ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ হয়ে গেল। উত্তরপ্রদেশবাসীরা সমস্ত এক্সজিট পোল, সেফোলজিস্ট ও বিশেষজ্ঞকে বোকা বানিয়ে দিল। মোট ৪০৩-এর মধ্যে ৩২৫ সীট নরেন্দ্র মোদীর। হ্যাঁ, বিজেপি-র নয়, নরেন্দ্র মোদীর। ২০১৪-র তুরুপের তাস ছিল নিজের মাথায় 'ভালোবাসার দান' জাল টুপি না পরা। এবার ছিল ৪০৩-এর মধ্যে একজনও মুসলিম প্রার্থী না দেওয়া। এবারের অ্যান্টিবায়োটিক ডোজ্‌টা আরও অনেক বেশি কড়া। জাল টুপি পরা - না পরা, এটা তো শুধুই ছিল জেস্‌চার। এবার আর শুধু জেস্‌চারে কাজ হবে না বুঝে একেবারে পেটে হাত দিয়েছেন। একটাও টিকিট নয় ভাই সাহেবদের।

উত্তরপ্রদেশের ২০ শতাংশ মুসলমান ভোটের পরোয়া না করে হিন্দু ভোটকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন মোদী ও তার টিম। তাঁরা পূর্ণ সফল। এই মোদী ম্যাজিক, মোদী সুনামি, মোদী প্রলয়ের বিশেষ তাৎপর্য—

১) ঘৃণ্য সেক্যুলারিজমের উপর হিন্দুত্বের বিজয়

২) হিন্দুত্বের আবাহন, তোষণনীতির বিসর্জন

৩) সেক্যুলার মুক্ত ভারত হওয়ার পথে জোরালো পদক্ষেপ

৪) জাতপাতের উর্ধ্বে উঠে হিন্দুত্বের প্রতি সকলের ভালোবাসা

৫) নেহেরু-গান্ধী বংশ আধিপত্যের বিরাট পতন

৬) ভন্ড সংবাদমাধ্যম ও ভন্ড সাংবাদিকদের চোখে সর্ষেফুল, পিছনে লঙ্কাগুঁড়ো

৮) আগামী দিনে সর্বত্র বিজেপি অফিসে মুসলমানের ভীড়

৯) ভবিষ্যৎ জোরালো আল-তাকিয়া

১০) ২০১৯-এর বড় লড়াইটা আরও সহজ হয়ে যাওয়া

১১) স্বাধীন ভারতের সর্বোচ্চ নেতার স্বীকৃতি। ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বে নেহেরু, ইন্দিরা ও বাজপেয়ীকে ছাড়িয়ে গেলেন মোদী

১২) অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের পথ সুগম হওয়া

১৩) এখন মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন- মোদী ঝড় কি পশ্চিমবঙ্গের দিকে ঘোরানো হবে?

# ২২ জঙ্গিকে খতম করল ভারতীয় সেনা

সন্ত্রাস জর্জরিত কাশ্মীর উপত্যকায় এবার জঙ্গিনিধনে পূর্ণ শক্তিতে নামল সেনা। বিগত ৫০ দিনে ২২ জন জঙ্গিকে খতম করেছে সেনা। তবে উপত্যকায় এবছর, এখনও পর্যন্ত শহিদ হয়েছেন প্রায় ২৬ জন জওয়ান। এরমধ্যে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযানে নিহত হয়েছেন ৬ জন ও তুষারধসে মৃত্যু হয়েছে ২০ জনের। শহিদ জওয়ানদের মধ্যে একজন মেজরও রয়েছেন। গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী, কাশ্মীরের কুপওয়ারায় জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষে শহিদ হন তিনি। নিকেশ হয় ৩ জঙ্গি। সেদিনই বান্দিপোরা জেলায় সংঘর্ষে নিহত হন তিন জওয়ান। খতম হয় এক জঙ্গি। প্রসঙ্গত, ১২ ফেব্রুয়ারী কুলগ্রাম জেলায় সেনার হাতে নিহত হয় চার জঙ্গি। শহিদ হন ২ জওয়ান।

গতবছর জঙ্গি সংগঠন হিজবুল মুজাহিদিনের নেতা বুরহান ওয়ানির মৃত্যুর পর থেকেই কাশ্মীর উপত্যকায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বেড়ে উঠে। পাক মদতপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উস্কানিতে ক্রমশ মারাত্মক রূপ ধারণ করে পরিস্থিতি। ইসলামিক স্টেট ও পাকিস্তানের পতাকা হাতে শুরু হয় ভারত বিরোধী প্রদর্শন। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাদের পেশ করা রিপোর্ট উঠে এসেছে ভয়ঙ্কর এক তথ্য। গোয়েন্দাদের মতে বুরহানের মৃত্যুর পর প্রায় ১০০ জন কাশ্মীরি যুবক বিভিন্ন জেহাদি সংঠনে যোগ দেয়।

তবে এবার জঙ্গি দমনে নতুন পন্থা নিয়েছে সেনা। লস্কর, জৈশ ও হিজবুলের নেটওয়ার্ক ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য এবার তাদের 'স্লিপার সেল' ও টাকার উৎসগুলিকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ভারতীয় সেনা। শুধু তাই নয় ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টের ভিত্তিতে জম্মু ও কাশ্মীরে ছড়িয়ে থাকা জঙ্গি ঘাঁটিগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৪০ জন জঙ্গি মদতদাতাকে গ্রেপ্তার করেছে সেনা। কয়েকদিন আগেই সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, সন্ত্রাসবাদীদের যারা মদত দেবে তাদেরও সন্ত্রাসবাদী হিসেবেই দেখবে সেনা। তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পারিকর। কাশ্মীর উপত্যকা থেকে জঙ্গিদের সমূলে বিনাশ করতে সেনাকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

# বাগান নষ্টের প্রতিবাদ ঃ মারধোর করা হল গৃহবধূকে

গত ৬ই মার্চ ঢোলা থানার অন্তর্গত মলয়া গ্রামে মুসলিমদের অত্যাচারের শিকার হলেন স্থানীয় গৃহবধূ মেনকা হালদার ও তাঁর ছেলেরা।

সূত্রের খবর, ঐ দিন পাশ্ববর্তী মুসলমানদের ছাগল মেনকা হালদারের ঢেঁড়শ বাগানে ঢুকে গাছ নষ্ট করে দেয়। ছাগলগুলি তাড়িয়ে দিতে গেলে নুর ইসলাম মোল্লা (৪০), তোবের মোল্লা, সফি পুরকাইত (৪২), মারু পুরকাইত, নুরো পুরকাইত ও আরও অনেকে মিলে মেনকা হালদারের বাগানে এসে তাঁকে মারধোর করে। এরা সকলেই নীলের আট অঞ্চলের ব্যক্তি। শুধু মারধোরই নয়, তার গলার সোনার হার ছিনিয়ে নেয় এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। মেনকাদেবীর চিৎকারে তাঁর দুই ছেলে নিতাই হালদার ও শান্তনু হালদার মা-কে বাঁচাতে এলে তাদেরকেও শাবল, কাটারি, লাঠি, মুগুর নিয়ে আক্রমণ করে নুর ইসলামরা। বেধড়ক মারে দুই ভাই গুরুতর আহত হয়। এরপর গ্রামবাসীরা একজোট হয়ে প্রতিবাদ করলে মুসলমানেরা পালায়। নিমাইকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করে গুরুতর আহত অবস্থায়। শান্তনুরও আঘাত ছিল খুবই বেশি। দুই ভাইকে কুল্পি হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। মেনকাদেবীর পক্ষ থেকে উক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ঢোলা থানায় একটি কেস দায়ের করা হয় (জিআর-২৬৩/১৭, ধারা-৩৪১, ৩২৩, ৩২৫, ৩২৬, ৩৫৪, ৩৭৯, ৫০৬ ও ৩৪)। ঢোলা থানা উভয় পক্ষকে থানায় বসে মিটমাট করে নেওয়ার অনুরোধ জানায়। কিন্তু মেনকাদেবী কোনরকম আপসে যেতে রাজী নন। তিনি জানান, তাদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে তাতে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি হোক।

ছিন্দু সংহতি-র
সদস্য সংগ্রহ অভিযান চলছে

# পরলোকে ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

বহু হিন্দুত্ববাদী কর্মীদের প্রেরণার উৎস ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। ১২ই মার্চ রাত্রি ১১টা ৪০মিনিটে ডঃ ব্রহ্মচারী ইহলোক ত্যাগ করলেন। কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। ১৪-ই ফেব্রুয়ারী হিন্দু সংহতির ধর্মতলা সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন। মঞ্চেও বসেছিলেন। তারপর ১৬ তারিখে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। এক সপ্তাহ হাসপাতালে কাটিয়ে একটু সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। আবার ৮ই মার্চ তাঁর কার্ডিয়ার্ক অ্যাটাক হয়। তখনই হাসপাতালে আবার ভর্তি করা হয়। আর ফিরে আসেননি।

ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী বিজ্ঞানের উজ্জ্বল ছাত্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্সের অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু তাঁর আকর্ষণের বিষয় ছিল হিন্দু ধর্ম ও দর্শন, হিন্দু ইতিহাস ও ইসলামিক তত্ত্ব। তাঁর লেখা অসংখ্য বই গোটা পৃথিবীতে সমাদৃত হয়েছে। তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে যেরকম সাহসী লেখা লিখেছেন তা অনেকের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। তাঁর মতো নিবেদিত প্রাণ হিন্দুত্বনিষ্ঠ লেখক গবেষক শুধু বিরল বললে ভুল হবে, অন্ততঃ সারা বাংলায় আর কেউ নেই। আর একটি বিষয়ে তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। হিন্দু যুবককে ক্ষাত্রশক্তিতে বলীয়ান করতে তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন। তিনি নিজে টাকা খরচ করে বহু হিন্দু যুবককে অস্ত্রশস্ত্র কিনে দিয়েছেন। তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ইতিহাস সংকলন সমিতির সাথে যুক্ত ছিলেন এবং হিন্দু সংহতির সাথেও যুক্ত ছিলেন। ১৩ই মার্চ সকালে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তাঁর কন্যা অন্তরা মুখাগ্নি করেন। হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে সভাপতি তপন ঘোষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

# আসামে জেহাদী আক্রমণ ঃ গণধর্ষণের শিকার হিন্দু মহিলা

আসামের করিমগঞ্জ জেলার জারাপাকা গ্রামের একাধিক হিন্দু পরিবার ইসলামিক আক্রমণের শিকার হল। আতঙ্কে বহু পরিবার গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রের খবর, একরকম বিনা প্ররোচনায় এই জেহাদী আক্রমণ ঘটেছে। মুসলমান আক্রমণে অন্তত ৭ জন হিন্দু গুরুতর আহত হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ। ৩ জন হিন্দু মহিলা গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন, যাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তিনি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। অভিযোগ, সেখানকার মুসলমানরা ধর্ষণ করেই শুধু ক্ষান্ত হয়নি, মহিলাটিকে লোহার রড দিয়ে মারাত্মকভাবে আঘাত করা হয়েছে। এমনকি ধর্ষণের পর জেহাদীরা মহিলার গোপনাঙ্গে নৃশংসভাবে লোহার রড ঢুকিয়ে তা ক্ষত-বিক্ষত করে দেয় বলে অভিযোগ।

নিরাপত্তার অভাবে, এখনও পর্যন্ত উক্ত গ্রাম থেকে ৪০টির বেশি হিন্দু পরিবার শহরে আশ্রয় নিয়েছে। উক্ত গ্রামের মুসলমানেরা ঘোষণা করেছে যে দার-উল-ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী আক্রান্ত গ্রামটিকে তারা 'শরিয়াগ্রাম'-এ রূপান্তরিত করবে। তাই কোনমতেই বিতাড়িত হিন্দু পরিবার গুলোকে আর গ্রামে ফিরতে দেওয়া হবে না।

# স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের মহিলাদের মারধোর, শ্লীলতাহানি

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর-২ ব্লকের চাকুলিয়া থানার সূর্যাপুরে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের মহিলাদের মারধোর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল পাশ্ববর্তী মুসলিম গ্রামের লোকজনের বিরুদ্ধে। সেখান পূর্ব পরিকল্পিতভাবে প্রধান গোলাম সরোয়ার চৌধুরী, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য গোলাম রব্বানীর (এরা তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য) উস্কানিতে মুসলিম দুষ্কৃতিরা সরকারী কাজে সরকারী অফিসে অবস্থানরত হিন্দু রমনীদের (যারা প্রত্যেকেই তপসিলি জাতিভুক্ত এসসি দলিত নমঃশূদ্র) মেরে রক্তাক্ত করে, হাত ভাঙে এবং শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ।

সূত্রের খবর, ঘটনার দিন সকাল ১১টার সময় স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের কাজের বরাত পেয়েছে সূর্যাপুর জনমুখী মহিলা সংস্থা। এরা সকলেই তপসিলী জাতিভুক্ত। সংস্থাটির কমিউনিটি সার্ভিস প্রোভাইডার জয়ন্তী বিশ্বাস জানান, পঞ্চায়েত অফিসের পাশেই আছে একটি মুসলিম গ্রাম। সেই গ্রামের লোকেরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে বিনা প্ররোচনায় কর্মীদের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে এলোপাথাড়ি কিল চড় ঘুসি মারতে থাকে মহিলাদের। এমন কি কয়েকজন মহিলার শ্লীলতাহানি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। এতে দু'জন মহিলা গুরুতর আহত হয়।

জয়ন্তী দেবীর অভিযোগ, সূর্যাপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গোলাম সরোয়ারের মদতে বঙাডাঙি গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের উপর হামলা চালিয়েছে। মার খেয়ে স্বাস্থ্যকর্মীরা ৩১ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। চাকুলিয়া থানার পুলিশ অবরোধ তুলতে এলে মহিলারা পুলিশকে বাধা দেয়। তাদের দাবি হামলাকারীরা গ্রেফতার না হলে অবরোধ চলবে। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা করতে গোয়ালপোখর-২ ব্লকের জয়েন্ট বিডিও সুভাষচন্দ্র প্রামাণিক, অতিরিক্ত জেলা পুলিশের প্রধান ইন্দ্রা মুখোপাধ্যায় ও চাকুলিয়া থানার ওসি পিনাকি সরকার আসেন। এঁদের সামনে ক্ষোভে ফেটে পড়েন মহিলারা। তারা জানায়, হামলাকারীদের গ্রেফতার না করা হলে তারা অবরোধ তুলবে না। এরপর রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ গোয়ালপোখর-২ ব্লকের বিডিও সুপ্রিম দাস হামলাকারীদের গ্রেফতারের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেয় মহিলারা।

# দোকানিকে মারধোর পাঁশকুড়ায়

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী রাত ৯টার সময় পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত কালোই গ্রামে বাজারের উপর তরুণ করের পান-সিগারেটের দোকানে দু'জন মুসলিম যুবক (তারা ময়না থানার বসন্তচক গ্রামের বাসিন্দা) পান-সিগারেট কেনে কিন্তু দাম চাইলে তারা বলে পরে টাকা দেবে। কিন্তু তরুণ কর দাম দিয়ে যেতে বললে তারা একটি ১০০ টাকার নোট বের করে তারা দাম মিটিয়ে দেয়। যাওয়ার আগে অশ্রাব্য ভাষায় তারা গালাগাল দিলে তরুণবাবু তার প্রতিবাদ করেন। এতেই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে তরুণবাবুকে দোকান থেকে টেনে নামিয়ে লাথি কিলচড় মারতে থাকে। তরুণবাবুর চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে এলে মুসলিম যুবকেরা ছুটে পালায়। উপস্থিত লোকেরা তাকে ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পাঁশকুড়া ও ময়না থানা থেকে পুলিশ আসে। কিন্তু অপরাধীকে গ্রেফতার না করে তারা মিটমাট করে নিতে বলে। সেইমতো দুষ্কৃতিদের ক্ষমা চাইয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। তরুণবাবুর অভিযোগ চিকিৎসায় তার প্রায় চার-পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। অপরাধীদের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি করলেও পুলিশ সে ব্যাপারে কর্ণপাত করেনি। কালোইবাজারের এক দোকানীর অভিযোগ পাঁশকুড়া ও ময়না থানার ওসি মুসলিম সম্প্রদায়ের। তাই মুসলিম যুবকেরা এতবড় অন্যায় করেও পার পেয়ে গেল।

# বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

## মন্দির হিন্দুর প্রতীক

## বাংলাদেশে পাঠ্যপুস্তকে বাদ রবীন্দ্রনাথের কবিতা

জেহাদি সন্ত্রাসের থাবা এবার শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রসার হল। হিন্দু ধর্মের প্রতীক 'মন্দির' থাকায় বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তক থেকে এবার বাদ দেওয়া হল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে'—রবীন্দ্রনাথের এই বিখ্যাত কবিতায় 'মন্দির' শব্দ আছে বলে পাঠ্যপুস্তক থেকে কবিতাটি বাদ দেওয়ার দাবি তোলে সে দেশের মৌলবাদীরা। গত বছর আশ্চর্যজনকভাবে 'মন্দির' শব্দটি বাদ দিয়ে কবিতাটি বিকৃত করে পুস্তকে ছাপা হয়। এর জন্য সমালোচনার মুখে পড়তে হয় শিক্ষাদপ্তরকে। কিন্তু তদন্তে ঘটনার সত্যতার প্রমাণ মিললেও এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। উল্টে মৌলবাদীদের চাপে এবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুরো কবিতাটাই পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের মৌলবাদীদের দাবি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন হিন্দু এবং তার লেখা কবিতায় 'মন্দির'-এর মধ্য দিয়ে হিন্দুত্বের প্রচার হয়েছে। তাই সেই কবিতা পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত ইসলামিক মৌলবাদের দাবির কাছে নতিস্বীকার করলো প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রক এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের আধিকারিকরা। রবীন্দ্রনাথের মতো একজন সার্বজনীন কবির কবিতাও পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দিল বাংলাদেশ সরকার।

## ভারতে নকল ২০০০ টাকার নোট পাচার করছে পাকিস্তান

ভারতের বাজারে ঢুকে পড়ছে নকল ২০০০ টাকার নোট। সৌজন্যে অবশ্যই প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত হয়েই পাচার হচ্ছে এই নোট।

নোট বাতিলের অন্যতম কারণ হিসেবে উঠে এসেছিল জঙ্গি কার্যকলাপে রাশ টানা। গোয়েন্দাদের পর্যবেক্ষণ ছিল, ভারতীয় বাজারে বহু নকল নোট ঢুকিয়েছিল পাকিস্তান। সেই কালো টাকার জোরেই মূলত ফুলে ফেঁপে উঠছিল জঙ্গিদের কারবার। কিন্তু নোট বাতিলের পর মাস তিনেক পেরতে না পেরতে দেখা যাচ্ছে, ফের ভারতের বাজারে ঢুকছে নকল নোট। সাম্প্রতিক ধরপাকড় ও নোট বাজেয়াপ্তের নিরিখেই এ ধারনা বিশেষজ্ঞদের। চলতি মাসেই জাল নোট পাচারের অভিযোগে মুর্শিদাবাদ থেকে পাকড়াও করা হয় আজিজুর রহমান নামে এক যুবককে। ৪০টি নকল ২০০০ টাকার নোট ছিল তার কাছে। জেরায়, ওই যুবক স্বীকার করেছে নোটগুলি পাকিস্তানে ছাপানো হয়েছে। এছাড়া এনআইও গোয়েন্দাদের রিপোর্ট অনুযায়ী, আরও নকল নোট ঢুকেছে ভারতে। আর তা পাচার করা হচ্ছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত হয়ে।

তবে গোয়েন্দারা জানাচ্ছেন, এই চক্র এখনও পুরোদমে সক্রিয় হতে পারেনি। কিছু সংখ্যক নকল নোটই ভারতে ঢুকেছে। তার অধিকাংশই বাজেয়াপ্তও করা হয়েছে। তবে মুশকিল হল, নকল নোট এতটাই নিখুঁত ছাপানো যে খালি চোখে ফারাক ধরা পড়ছে না। নোটের ১৭টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্তত ১১টি বৈশিষ্ট্যই হুবহু নকল করা হয়েছে। কাগজের মান একটু খারাপ হলেও তা সাধারণভাবে বোঝা যাচ্ছে না। ফলত একবার নকল নোট বাজারে চালু হয়ে গেলে সাধারণ মানুষের পক্ষে তা চিহ্নিত করা প্রায় অসম্ভব।

প্রাথমিকভাবে অল্প সংখ্যক নোট বাজারে ছেড়েই পরীক্ষায় নেমেছিল পাক জঙ্গিরা। তা সফল হলে ফের বিপুল পরিমাণ কালো টাকায় ছেয়ে যেতে পারত ভারতের বাজার। গত ডিসেম্বরেই প্রথম এই চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পাচারকারীকে ধরে ফেলেন সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা। জানা যাচ্ছে, নোট পাচারের জন্য পাচারকারীকে দেওয়া হচ্ছে ৪০০-৬০০ টাকা। তার বিনিময়েই কালো টাকা ঢোকানো হচ্ছে ভারতে। কালো টাকা রোখার ক্ষেত্রে দেশে এই মুহূর্তে নানা পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। সেইসঙ্গে পাকিস্তানের এই চক্রান্ত আটকাতেও সতর্ক গোয়েন্দারা।

## বাদুড়িয়ায় ধৃত বাংলাদেশি পাচারকারী

বাদুড়িয়া সীমান্ত দিয়ে ঢুকে পড়েছিল পাচারকারীরা। ১৮ই ফেব্রুয়ারী ঠিক সময়ে খবর পেয়ে পুলিশ হাতেনাতে ধরে ফেলে ৮ জন পাচারকারীকে। এরা সকলেই বাংলাদেশের নাগরিক। বৈধ পরিচয়পত্র না থাকায় সীমান্ত থেকে তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের বসিরহাট মহকুমা কোর্টে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

উত্তর ২৪ পরগণার বাদুড়িয়ার রামচন্দ্রপুর খাসপুর এলাকা দিয়ে বাংলাদেশি পাচারকারী এদেশে ঢুকছে, এমন খবর ছিল প্রশাসনের কাছে। সেই মতো বাদুড়িয়া থানার পুলিশ আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। ১৮ তারিখে সন্ধ্যায় পুলিশ ৮ পাচারকারীকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। ধৃতরা হল আয়ুব গাজি, মহম্মদ আবদুল খালেক, আবুল হোসেন, রাম সরকার, আরিফুল ইসলাম, জ্যোৎস্না বিবি, সঈদুল সাইন ও জাহাঙ্গির গাজি। বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর, কালিগঞ্জ ও আশাশুনি থানা এলাকার বাসিন্দা। এদের মধ্যে সঈদুল গাইন হিজলগঞ্জের বাকড়া গ্রাম ও জাহাঙ্গির বসিরহাটে পাখিরডাঙা গ্রামের বাসিন্দা। সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে জাল নোট ভারতে ঢোকার কথা গোয়েন্দা সংস্থা জানিয়েছে। ধৃতদের সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

## কাশ্মীরের কুলগ্রামে গুলির লড়াই, শহিদ ৩ জওয়ান, খতম ৪ জঙ্গিও

জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গি-নিরাপত্তাবাহিনীর সংঘর্ষে নিহত হন ৩ জন জওয়ান। তবে দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগ্রামের নাওপোরা ইয়ারপোরা এলাকায় রবিবার, ১১ই ফেব্রুয়ারী সকালে শুরু হওয়া গুলির লড়াইয়ে পাল্টা ৪ জঙ্গিকে নিকেশ করেছেন জওয়ানরা। জঙ্গিরা হিজবুল মুজাহিদিন গোষ্ঠীর সদস্য।

সূত্রের খবর, ওখানকার ফ্রেসাল গ্রামের একটি বাড়িতে জঙ্গিরা আত্মগোপন করেছিল। সুনির্দিষ্ট খবর পেয়ে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানরা গোটা গ্রাম ঘিরে ফেলেন। ওই বাড়ির দিকে এগতেই শুরু হয় আক্রমণ। তাঁদের দিকে গুলি ছুটে আসতে থাকে। জবাব দেন বাহিনীর জওয়ানরাও। এক পুলিশকর্মী গুলিতে জখম হন।

নিহত জঙ্গিদের মধ্যে দুজনের দেহ সংঘর্ষস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে। মুদাসির ও মহম্মদ হাসিম তাদের নাম। এরা হিজবুলের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাদের কাছ থেকে দুটি রাইফেল সহ আরও অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়েছে। এলাকা জুড়ে সেনাবাহিনী জোর তল্লাশি চালাচ্ছে।

## সাতক্ষীরায় হিন্দু কিশোরীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ

সপ্তম শ্রেণীর হিন্দু মেয়েকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করার ২৪ দিন পর গত ৮ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার হঠাৎ মেয়েটি আদালতে হাজির হয়। বুধবার সন্ধ্যায় সাতক্ষীরার অতিরিক্ত মুখ্য বিচারক হাকিম মহিবুল হাসান ওই ছাত্রীর ২২ ধারায় জবানবন্দি রেকর্ড করেন। গত ৯ই ফেব্রুয়ারী (বৃহস্পতিবার) সকালে আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাকে তার বাবার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তালা উপজেলার তেঁতুলিয়া ইউনিয়নে বসবাসকারী মেয়েটিকে গত ১৪ ডিসেম্বর বিকেলে মুড়াকুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে একটি মাইক্রোবাসে করে তুলে নেওয়া হয়। দেওয়ানীপাড়া গ্রামের আতি মুন্সির ছেলে মোখলেছুর রহমান (২০) তাকে বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসার পথে প্রায়ই উত্ত্যক্ত করত।

অপহরণের বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে মেয়ের বাবা পরদিন সকালে তালা থানায় অভিযোগ করেন। মোখলেছুর, তার ভাই দেওয়ানীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মশিউর রহমান খাঁ, আরো দুই ভাইসহ অজ্ঞাতপরিচয় চারজনকে আসামী করা হয়। টালবাহানার একপর্যায়ে বেসরকারি সংস্থা পরিত্রাণের সহায়তায় গত ১৯ ডিসেম্বর পুলিশ মামলাটি নথিভুক্ত করে। মামলার তদন্তকারী হিসেবে তালা থানার এসআই অহিদুজ্জামানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। মেয়ের বাবা জানান, গত ৩০ ডিসেম্বর আসামী মশিউরকে তাঁর কর্মস্থলের সামনের মাঠ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এসআই অহিদুজ্জামান জানান, মশিউরকে গ্রেপ্তারের পরও মেয়েটিকে উদ্ধার করতে না পারায় গত ৫ ফেব্রুয়ারী তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতে পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন জানানো হয়। অবস্থা বেগতিক বুঝে আসামী মোখলেছুর আত্মসমর্পণ করে। আদালত তার জামিন নামঞ্জুর করে জেলহাজতে পাঠান। ৭ ফেব্রুয়ারী মশিউরের রিমান্ড শুনানিকালে আসামীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট সবুজ হোসেন মেয়েটিকে আদালতে উপস্থিত দেখিয়ে বিচারকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ সময় মেয়েটি বোরখা পরা ছিল। তার নাম 'আছিয়া খাতুন' বলে। বিচারক আইনজীবীর কাছে জানতে চান, 'মেয়েটি এখানে কিভাবে এলো?' একপর্যায়ে মেয়েটির কাছে জানতে চাইলে সে কোন উত্তর দেয়নি। ফলে বিচারক অসামির জামিন নামঞ্জুর করে রিমান্ড শুনানির জন্য আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারী দিন ধার্য করেন। একইসঙ্গে মেয়েটিকে পুলিশি হেফাজতে দিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ২২ ধারায় জবানবন্দি করানোর নির্দেশ দেন।

এসআই বলেন, 'গত বুধবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে মেয়েটি রাজি না হওয়ায় তাকে আদালতে আনা হয়। পরে বিচারকের খাস কামরায় মেয়েটিকে ২২ ধারায় জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়। আইনি প্রক্রিয়া শেষে গতকাল মেয়েটিকে তার মা-বাবার জিম্মায় দেওয়া হয়েছে।'

মেয়েটি জানায়, মোখলেছুর অপহরণের পর থেকে জোর করে বিয়ে করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বয়স কম হওয়ায় কাজিরা রাজি হননি। কিন্তু ১৪ ডিসেম্বর রাত থেকে বিভিন্ন স্থানে রেখে যৌন নির্যাতন করেছে।

## নাসিরনগরের পুনরাবৃত্তি নবীগঞ্জে

বাংলাদেশের নবীগঞ্জ ইনতাগঞ্জের রজত রায় নামে এক মুদি দোকানীর বিরুদ্ধে ফেসবুকে কাবা শরীফের ছবি বিকৃত করে আপলোড করার অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ। ওই যুবকের ফাঁসির দাবি করে গত ২০ই ফেব্রুয়ারী দফায় দফায় বিক্ষোভ মিছিল করে মুসলিম জনতা। এসময় কয়েকটি হিন্দু বাড়িঘরে ভাঙচুর ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয়। ঘটনা সামাল দিতে ওইদিন দুপুরে স্থানীয় জনতাকে নিয়ে বৈঠক করেছেন প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা। এলাকায় অতিরিক্ত র‍্যাফ ও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

পেশায় মুদি দোকানি ওই যুবককে ১৯শে ফেব্রুয়ারী (রবিবার) রাতেই আটক করে সোমবার (২০ ফেব্রুয়ারী) জেল হাজতে প্রেরণ করেছে পুলিশ। সে ফেসবুকে অবমাননাকর ছবি আপলোড করার কথা স্বীকার করেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গতবছরের অক্টোবর মাসে একই ধরণের ঘটনা ঘটে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে। সেখানে রসরাজ নামের এক জেলের বিরুদ্ধে কাবা শরীফের ছবি বিকৃত করে আপলোড করার অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনার জের ধরে ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু বাড়িঘর-মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাটের ঘটনা ঘটে। অভিযোগ ওঠার পরপরই আটক করা হয়েছিল রসরাজ দাসকে। তিনি বর্তমানে জামিনে আছেন।

রজত রায়ের ফাঁসির দাবি করে সোমবার সকাল ১১টার দিকে বিভিন্ন গ্রাম থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। ইতানগঞ্জ বাজারে এসে মিলিত হয় এসব মিছিল। এরপর ইউনিয়নের মধ্যসমেত গ্রামের রজত রায়ের বাড়ির উদ্দেশ্যে মিছিল শুরু করলে পথের মধ্যে কয়েকটি হিন্দু বাড়ি ভাংচুর করা হয় ও কয়েকটি হিন্দু বাড়িতে ইট পাটকেল ছোঁড়া হয়। এতে স্থানীয় বাসিন্দা অভিজিৎ রায়, সঞ্জয় রায়, সুভাষ রায়, গোবিন্দ রায়ের বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে পুলিশ ও স্থানীয়দের সহায়তায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। শেষে বিক্ষুব্ধ মুসলমানরা ফের মিছিল নিয়ে বাজারের দিকে আসার সময় আবার উত্তেজনা দেখা দেয়। এসময় স্থানীয় কয়েকজন মিছিলকে উদ্দেশ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। দুপুর ২টার দিকে বিক্ষুব্ধ জনতাদের নিয়ে স্থানীয় হাইস্কুল মাঠে প্রশাসনের কর্মকর্তারা পরিস্থিতি শান্ত করার লক্ষ্যে সভা করেন। রাতেই নবীগঞ্জ থানার এসআই মোবারক হোসেন বাদী হয়ে তথ্য ও প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় মামলা দায়ের করেন। সোমবার সকালে রজতকে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

## এ বার নতুন টাকাও জাল হচ্ছে বাংলাদেশে

বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জে এক সঙ্গে প্রায় ২৩ লক্ষ ভারতীয় টাকার জাল নোট উদ্ধার হল। সবটাই গত নভেম্বরে বাজারে আসা নতুন ২০০০ ও ৫০০ টাকার নোট। ওই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে কয়েক জনকে বাংলাদেশ পুলিশ গ্রেফতার করেছে বলেও খবর পেয়েছে এনআইএ-র মালদহ ইউনিট।

দিন পাঁচেক আগের ওই ঘটনা সম্পর্কে এখনও সবিস্তার তথ্য না এলেও এক এনআইএ কর্তার কথায়, ''চাঁপাই নবাবগঞ্জে ধরা পড়া নোটগুলি সাধারণ ছাপাখানায় নয়, কোনও সিকিউরিটি প্রেস বা টাঁকশালে ছাপা। এই কারণেই আমরা উদ্বিগ্ন।'' এনআইএ-র দাবি, সম্ভবত এই প্রথম টাঁকশালে ছাপা নতুন ২০০০ ও ৫০০ টাকার জাল নোট মিলল।

# ১৪ই ফেব্রুয়ারি কলকাতার ধর্মতলায় জনপ্লাবন

## বোমা কান্ডে গ্রেফতার তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে রাজ্য সরকারের দেওয়া ক্লাবের জন্য দু'লক্ষ টাকার চেক নিয়ে ফেরার পথে মাঝরাস্তায় পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলেন তৃণমূলের এক অঞ্চল সভাপতি। পাত্রসায়র ব্লকের বিউর বেতুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই নেতা গোলাম মোস্তাফা তরফদারকে পুলিশ বোমা বিস্ফোরণ কান্ডে এবং দলীয় এক কর্মীকে গুলি করার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করে। ওই এলাকায় কয়েকদিন আগে বোমা বাঁধতে গিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশের দাবি।

পুলিশের দাবি, গোলামের তত্ত্বাবধানে তাঁরই এক আত্মীয়ের বাড়িতে বোমা বাঁধা চলছিল। কী উদ্দেশ্যে বোমা বাঁধা হচ্ছিল, কারা কারা যুক্ত খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিষ্ণুপুর আদালতে মঙ্গলবার অভিযুক্তকে তোলা হলে, বিচারক তাকে ১৪ দিন জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

গত ১০ ফেব্রুয়ারী দুপুরে আলিপুরের একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে বোমা বাঁধা চলছিল। পুলিশ গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে কাউকে ধরতে না পারলেও কিছু বোমা ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করে। এর কয়েকদিন পরে বাঁকুড়া মেডিক্যালে ঝলসে যাওয়া একটি দেহ পাওয়া যায়। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, ওই ব্যক্তি সোনামুখী থানা এলাকার বাসিন্দা। তিনি ওই বোমায় জখম হয়ে মারা যান। বোমা বিস্ফোরণের কয়েকদিন আগে পাত্রসায়রেরই কাঁটাদিঘি এলাকায় দুপুরে বাড়ি ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হন এক তৃণমূল কর্মী। পুলিশের সন্দেহ উভয় ঘটনার সঙ্গে গোলাম মোস্তাফা জড়িত। তাই তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

## আইএস জঙ্গির স্বীকারোক্তি, 'বন্দি শিবিরে ধর্ষণ করে খুন করা হল কিশোরীকে'

বহু নৃশংস মৃত্যুর সাক্ষী আইএস জঙ্গির সহ্যের সীমা ভাঙল। বন্দি শিবিরে এক কিশোরীকে লাগাতার 'ধর্ষণ' তার মন টলিয়ে দিয়েছে। অবশেষে সে পালিয়ে এসে বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি দিয়েছে। একটি ইংরাজী ব্লগে তার এই সাক্ষাৎকার প্রকাশ হওয়ার পরই আলোড়ন ছড়িয়েছে। পরে ব্রিটিশ সংবাদপত্র 'DAILY MAIL' এই সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ইসলামিক স্টেট জঙ্গি নাইজির সিরিয়ার একটি বন্দি শিবিরের পাহারাদার ছিল। সেখানে বন্দি এক কিশোরীকে লাগাতার ধর্ষণ করা হয়। সুদান থেকে আসা আইএসজঙ্গি তার উপর অত্যাচার চালায়। এমনই পরিস্থিতি ক্রমাগত রক্তক্ষরণে যে ওই কিশোরীর মৃত্যু হয়। আইএস জঙ্গি নাইজির এই ঘটনার প্রতিবাদ জানায়। তখন অন্য এক আইএস জঙ্গি বলে, 'এই সমস্ত কিশোরীরা বন্দি। তাই যা ইচ্ছে করাই যেতে পারে তাদের সঙ্গে।'

এরপরেই আইএস ছেড়ে পালিয়ে যায় নাইজি। তার সাক্ষাৎকার ও কিছু সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, সিরিয়ার ওই শিবিরে বন্দি রয়েছে প্রায় ৪৭৫ মহিলা। তাদের কয়েকজন ইরাকি। এরা প্রায় প্রত্যেকেই সেনাকর্মীদের স্ত্রী। নাইজির জানায়, তাদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। পরিবার-সন্তানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন। যৌনকর্মী হিসেবে এদেরকে এখানে আটক করে রাখা হয়। এরপর তাদের উপর চলে অকথ্য অত্যাচার। সিরিয়া ও ইরাকের আইএস অধিকৃত এলাকায় চলছে সেনা অভিযান। ক্রমাগত মার খেয়ে দখল করা এলাকা থেকে সরে যাচ্ছে জঙ্গিরা।

## রাজস্থানে ভারত-পাক সীমান্ত থেকে আটক এক পাক গুপ্তচর

পাক গুপ্তচর সন্দেহে রাজস্থান থেকে এক ব্যক্তিকে আটক করল সিআইডি এবং বর্ডার ইনটেলিজেন্স পুলিশের গোয়েন্দারা। ১২ই ফেব্রুয়ারী জয়সলমেরের ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের নিকটে অবস্থিত একটি গ্রাম থেকে হাজি খান নামে ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়।

আটক হাজি খানের কাছ থেকে সিম কার্ড-সহ আরও অনেক সন্দেহজনক জিনিস পাওয়া গিয়েছে। আরও কেউ তার সঙ্গে রয়েছে কিনা অথবা কারা তাকে সাহায্য করেছে সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইনটেলিজেন্স পুলিশ এবং মধ্যপ্রদেশের অ্যান্টি-টেররিজম স্কোয়াড চারজনের একটি দলকে আটক করে। ওই দলটি পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের হয়ে কাজ করত। সিনিয়র অফিসার সেজে জম্মু-কাশ্মীর বা অন্যান্য সীমান্তে কর্তব্যরত সেনা আধিকারিকদের ফোন করে সেনা সংক্রান্ত তথ্য জোগাড় করাই ছিল এই দলটির কাজ।

এর আগে ২০১৬ সালের আগষ্ট মাসে জয়সলমের থেকে নন্দলাল নামে এক পাক গুপ্তচরকে আটক করেছিল পুলিশ। ভারতের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি তার কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল। নন্দলালের কাছ থেকে মেমরি কার্ড, ভারতীয় মুদ্রায় ২০০০ টাকা এবং পাকিস্তানি মুদ্রায় ৩০ টাকা ও একটি ডায়েরি পাওয়া যায়। আইএসআইয়ের কাছ থেকে কীভাবে আর্থিক সাহায্য পেত নন্দলাল সেটাই ওই ডায়েরিতে লেখা ছিল।

**ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি** ◆ <www.hindusamhatibangla.com>, <www.hindusamhati.net>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686